ইসলামী জীবন বিধানে
বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?

গবেষণা সিরিজ-১৩

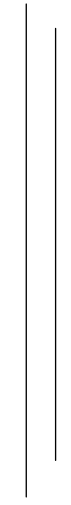

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1387-8

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০২
ষষ্ঠ সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৪

নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	বিজ্ঞানে মুসলিম জাতির অতীত অবস্থান	২৮
৬	বিজ্ঞানে মুসলিম জাতির বর্তমান অবস্থা	৩০
৭	বিজ্ঞানের সংজ্ঞা	৩২
৮	বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের প্রাপ্তিস্থান	৩৩
৯	ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব	৩৪
১০	সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব	৩৪
	সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে Common sense	৩৪
	সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	৩৫
	সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে কুরআন	৩৫
	সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৩৯
	সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৩৯
১১	ইসলামে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব	৪৬
	মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে Common sense	৪৬
	মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	৪৬
	মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে আল কুরআন	৪৬
	মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৮
	মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে হাদীস	৪৮
১২	ইসলাম বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়ার কারণ	৫১
১৩	'বিজ্ঞান– তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৫১

১৪	‘বিজ্ঞান– কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে’ তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৫৭
	বিজ্ঞানের যে সকল আবিষ্কার ইতোমধ্যে কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছে তার কয়েকটি	৫৯
১৫	‘বিজ্ঞান– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে’ তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৭২
	‘সাধারণ বিজ্ঞান– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে’ তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৭২
	‘মানব শারীরবিজ্ঞান– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে’ তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৮২
১৬	‘বিজ্ঞান– হাদীস জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে’ তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৯২
	‘সাধারণ বিজ্ঞান– হাদীস জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে’ তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৯৩
	‘মানব শারীরবিজ্ঞান– হাদীস জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে’ তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৯৬
১৭	বিজ্ঞান– মানুষকে আল্লাহর মুখলিস বান্দা হওয়া সম্ভব করে	১০৪
১৮	‘বিজ্ঞান– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব করে’ তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	১০৬
১৯	‘বিজ্ঞান– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া দেশকে টিকে থাকা সম্ভব করে’ তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	১০৯
২০	পৃথিবীতে বিজ্ঞানে আবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য মুসলিমদের যা করতে হবে	১২২
২১	শেষ কথা	১২৫

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

আজ থেকে সাত-আট শত বছর আগেও মুসলিম জাতি বিজ্ঞানের সকল শাখায় পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও অনুসরণীয় ছিল। অন্য জাতির লোকেরা বিজ্ঞান শিখতে মুসলিমদের কাছে আসত। কিন্তু বড়োই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, আজ মুসলিমরা বিজ্ঞানের সব শাখায় পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি থেকে অনেক অনেক পেছনে। মুসলিমরা আজ বিজ্ঞান শিখতে ঐ সকল জাতির কাছে যায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানে মুসলিম জাতির অতীত ও বর্তমান অবস্থানের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সহজেই বোঝা যায়, মারাত্মক কোনো ত্রুটি ছাড়া এটি হয়নি। আর সে ত্রুটি ৪৯% অর্থাৎ অর্ধেকের কম মুসলিমের মধ্যে থাকলেও এমন হতো না। কী সেই ত্রুটি এবং তা থেকে উদ্ধার পেয়ে বিজ্ঞানে আবার পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য মুসলিমদের কী করতে হবে– কুরআন, সুন্নাহ, Common Sense ও ইতিহাসের তথ্যের ভিত্তিতে তা পুস্তিকাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায়– পুস্তিকাটি মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনবে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

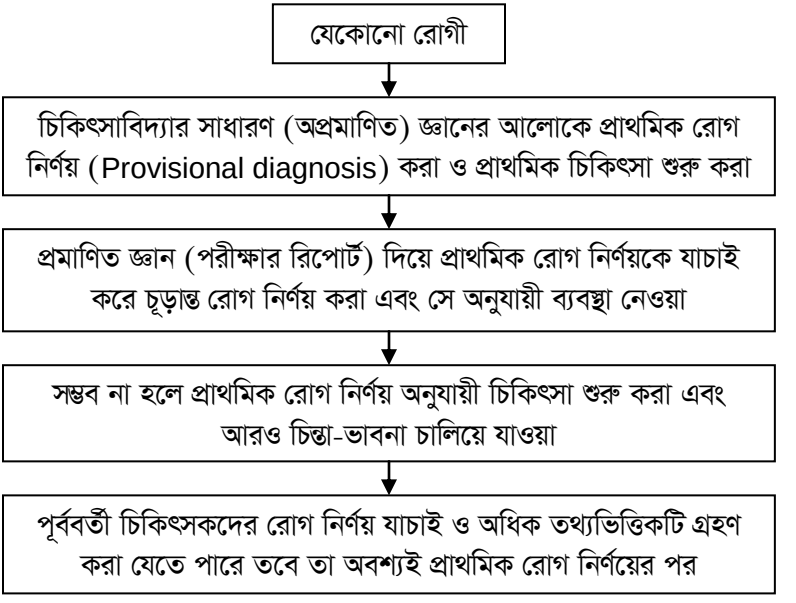

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

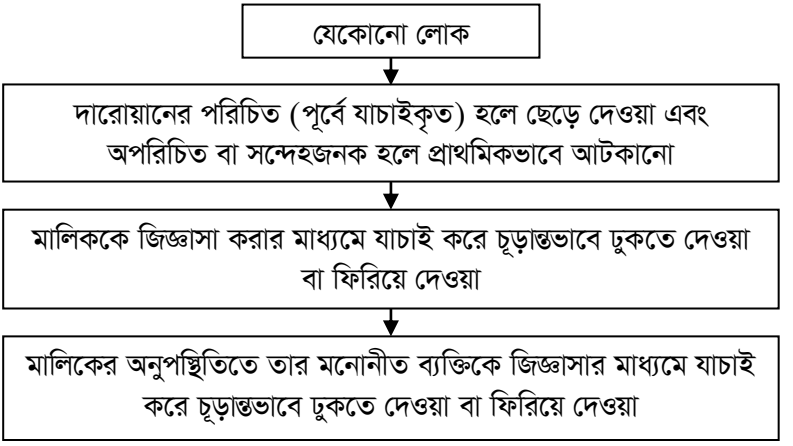

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

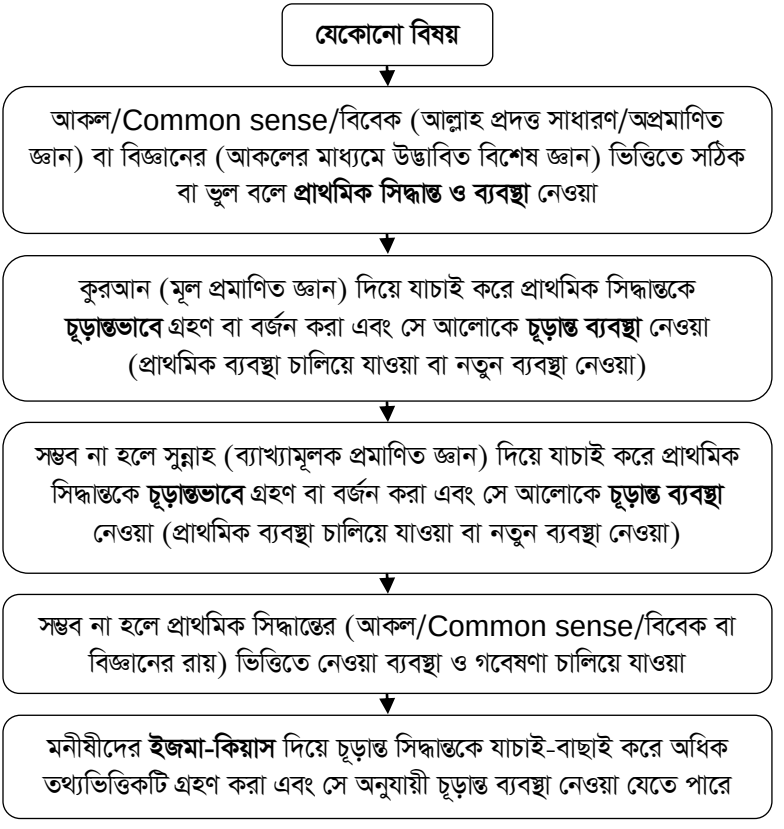

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

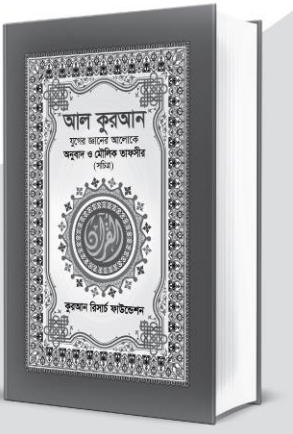

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

মাত্র ৭ থেকে ৮ শত বছর আগে মুসলিম জাতি বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও অনুসরণীয় ছিল। অন্য জাতির লোকেরা বিজ্ঞান শিখতে মুসলিমদের কাছে আসত। আজ মুসলিমরা বিজ্ঞানের সব শাখায় পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি থেকে অনেক অনেক পেছনে। মুসলিমরা আজ বিজ্ঞান শিখতে ঐ সকল জাতির কাছে যায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানে মুসলিম জাতির অতীত ও বর্তমান অবস্থানের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য। সহজেই বুঝা যায়, মারাত্মক কোনো ত্রুটি ছাড়া তা হয়নি। আর সে ত্রুটি ৪৯% অর্থাৎ অর্ধেকের কম মুসলিমের মধ্যে থাকলেও এমন হতো না। কী সেই ত্রুটি এবং তা থেকে উদ্ধার পেয়ে বিজ্ঞানে আবার পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য মুসলিমদের কী করতে হবে, সে বিষয়ে আলোকপাত করাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

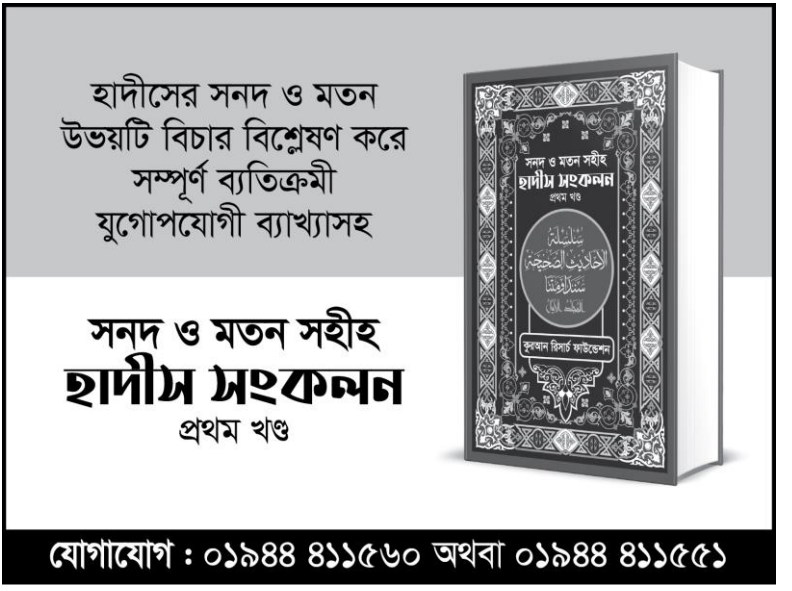

বিজ্ঞানে মুসলিম জাতির অতীত অবস্থান

অতীতে বিজ্ঞানের সকল শাখায় মুসলিম জাতি অন্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। এটি প্রমাণিত সত্য।

এ তথ্যের প্রমাণ–

ক. রসায়ন বিজ্ঞান

১. জাবির ইবনে হাইয়ান

- রসায়ন বিজ্ঞানের জনক।
- আরব বংশোদ্ভূত (কুফা, ইরাক)।
- জন্ম ৭২২ বা ৭৩০ খ্রি.।
- দুই হাজারের বেশি গ্রন্থ রচনা করেন।

২. জাকারিয়া আল রাজী

- চিকিৎসাবিজ্ঞানে বেশি খ্যাতিমান হলেও রসায়নে তার অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।
- জন্ম ৮৬৩ খ্রি.।
- কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী রাই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১২টি রসায়ন গ্রন্থের প্রণেতা।

খ. পদার্থ বিজ্ঞান

ইবনুল হাইছাম

- বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।
- তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানে তিনি খ্যাতিমান।
- পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক ১১টি গ্রন্থ রচনা করেন।
- আলোর বিষয়ে অবদানের জন্য স্মরণীয়।

গ. চিকিৎসাবিজ্ঞান

১. জাবির বিন হাইয়ান

- ৮ম শতক
- চিকিৎসা শাস্ত্রে ৫০০টি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

২. আল-কিন্দি

- বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তি।
- আনুমানিক ৮০০ খ্রি. ইরাকের কুফাতে জন্ম।
- তার রচিত ২৭০টি গ্রন্থের ২৭টি চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ।

৩. আল রাজী

- ৯ম শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক বিস্ময়।
- চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ১১৭টি গ্রন্থ রচনা করেন
- কিতাবুল হাবী সর্ববৃহৎ গ্রন্থ।

৪. ইবনে সিনা

- বিজ্ঞানের অনেক শাখায় মৌলিক অবদান রেখেছেন, তবে সবচেয়ে বেশি অবদান চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দর্শনে।
- জীবন কাল ৯৮০-১০৩৭ খ্রি.।
- সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'আল কানুন ফিত্ তীব'।
- ১১শ থেকে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত 'কানুন' এর ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল।

ঘ. গণিত

১. মুসা আল্ খারেজমী

- আধুনিক বীজগণিতের জনক বলা হয়।
- মৃত্যু ৮৪৭ খ্রি.।
- গণিত শাস্ত্রের একজন কালজয়ী প্রতিভা।
- পারস্যের খারিজমে জন্ম।

২. আবু রায়হান আল বিরুনী

- জীবনকাল ৯৩৭-১০৫০ খ্রি.।
- বিজ্ঞানের অনেক শাখায় মৌলিক অবদান রেখেছেন।
- দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভূতত্ত্ববিদ, ভূগোলবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং গণিতবিদ।

এ সকল তথ্য প্রমাণ করে– অতীতে মুসলিম জাতি বিজ্ঞানের সকল শাখায় অন্যসব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। অন্য জাতির মানুষ বিজ্ঞান শিখতে মুসলিমদের কাছে আসত।

বিজ্ঞানে মুসলিম জাতির বর্তমান অবস্থা

বিজ্ঞানে সার্বিক অবস্থা

বর্তমানে বিজ্ঞানের সকল শাখায় মুসলিম জাতি অন্য সকল জাতির চেয়ে অবিশ্বাস্য রকমভাবে পিছিয়ে। বিজ্ঞান শিখতে বর্তমানে মুসলিমদের অন্য জাতির কাছে যেতে হয়। আমাকেও চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়তে ইংল্যান্ডে যেতে হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের অবস্থা

ক. সাধারণ বিজ্ঞান

- **কওমী মাদ্রাসা**

  শত শত বছর ধরে কওমী মাদ্রাসায় বিজ্ঞান পড়া দুনিয়াবী কাজ তথা গুনাহর কাজ বলে বিবেচিত ছিল। ৫-৭ বছর হলো খুব হালকাভাবে সিলেবাসে বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- **সাধারণ শিক্ষা**

  সাধারণ শিক্ষা কলা (Arts), বাণিজ্য (Commerce) ও বিজ্ঞান (Science) বিভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান পড়ে না।

- **আলিয়া মাদ্রাসা**

  বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও বিজ্ঞান পড়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

খ. মানব শারীরবিজ্ঞান

চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়া ছাত্ররা ছাড়া কেউ এটা পড়ে না।

সিলেবাসে বিজ্ঞান না থাকা বা বিজ্ঞান পড়াকে নিরুৎসাহিত করার কারণ

সিলেবাসে বিজ্ঞান না থাকা বা বিজ্ঞান পড়াকে নিরুৎসাহিত করার মূল কারণ হলো, ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে থাকা একটি কথা। কথাটি হলো–

বস্তুত দ্বীনি ইলম ছাড়া যত ইলম আছে তা সবই আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক। এ মর্মে আল্লামা রূমির এ শেরটি প্রণিধানযোগ্য–

علمِ دِین فِقہَ اسْت و تفسیر و حدیث. ہَر کہ خواند غَیر ازین گردد خبیث.

ইলমে দ্বীন হলো ইলমে ফিকহ, তাফসীর ও হাদীস। এগুলো ছাড়া যে অন্য কিছু অধ্যয়ন করবে সে আল্লাহকে ভুলে যেতে বাধ্য।
(পৃষ্ঠা নং ১৬, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশকাল ০৯. ১১. ২০০৪ খ্রি.)

ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের শিক্ষা হলো– ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীস ছাড়া অন্য কোনো বিষয় পড়া ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর অন্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান অন্যতম প্রধান একটি। বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে সহজে বলা যায়– এ কথা ইসলামের কোনো প্রকৃত মনীষীর কথা হতে পারে না। এ কথা ষড়যন্ত্রকারীরা বানিয়ে আল্লামা রূমির নামে চালিয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সংজ্ঞা : মানুষ এবং মহাবিশ্বের সকল কিছু আল্লাহ তা'য়ালা একটি পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং পরিচালনা করছেন। এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন মহান আল্লাহ নিজেই। মানুষ এবং মহাবিশ্বে থাকা সকল কিছুর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক উদ্ভাবিত ঐ সৃষ্টি ও পরিচালনা পদ্ধতি নিখুঁত ও বিস্তারিতভাবে আছে প্রকৃতিতে (Nature)। আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক উদ্ভাবিত– মানুষ এবং মহাবিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টি ও পরিচালনা পদ্ধতির ঐ নিখুঁত ও বিস্তারিত জ্ঞানকে বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান বলে।

বিজ্ঞানের সহজ সংজ্ঞা : বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়ল। তিনি ভাবলেন– আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। এভাবে বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে পদে পদে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞানের একটি সহজ সংজ্ঞা হলো– Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান (A derivative of Common sense)।

মানুষ এবং মহাবিশ্বে থাকা সকল কিছুর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক উদ্ভাবিত সৃষ্টি ও পরিচালনা পদ্ধতি তথা বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ও তথ্য আল কুরআনে আছে। আর আল কুরআনে তার কিছু আছে ইঙ্গিতে, কিছু আছে সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু আছে বিস্তারিতভাবে। মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বলা যায়– বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ও তথ্যের সফট (নরম) কপি আছে প্রকৃতিতে। আর তার হার্ড (শক্ত) কপি হলো আল কুরআন। আল কুরআনে অতিরিক্ত আছে–

- মানুষ ও মহাবিশ্বকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।
- মানুষের মৃত্যুর পর যা ঘটবে।
- যিনি মানুষ ও মহাবিশ্বকে সৃষ্টি ও পরিচালনা করছেন তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের প্রাপ্তিস্থান

মানুষ এবং মহাবিশ্বে থাকা সকল কিছুর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক উদ্ভাবিত সৃষ্টি ও পরিচালনা পদ্ধতি তথা বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ও তথ্যের প্রাপ্তিস্থান দুই শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. সফট (নরম) কপি।
২. হার্ড (শক্ত) কপি।

সফট (নরম) কপি আছে প্রকৃতিতে।
আর **হার্ড (শক্ত) কপি** হলো–

- আল কুরআন।
- বিজ্ঞান গ্রন্থ।

আল কুরআনে উল্লিখিত বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের কিছু আছে ইঙ্গিতে, কিছু আছে সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু আছে ব্যাপক অর্থবোধকভাবে।
বিজ্ঞান গ্রন্থে, আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যগুলো আছে বিস্তারিতভাবে।

আল কুরআনে অতিরিক্ত আছে–

- মানুষ ও মহাবিশ্বকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।
- মানুষের মৃত্যুর পর যা ঘটবে।
- যিনি মানুষ ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনা করছেন তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য।

ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব

ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানকে কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছে সে তথ্য বর্তমান মুসলিক জাতি হারিয়ে ফেলেছে। এটি মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের একটি মূল কারণ। তাই মুসলিম জাতির জরুরিভিত্তিতে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

বিষয়টি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনার দাবি রাখে–

ক. সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব।
(মানব শারীরবিজ্ঞান ছাড়া অন্য বিজ্ঞান)

খ. মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব।

সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব

সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

◆ সুখ, শান্তি ও প্রগতির দৃষ্টিকোণ

সভ্যতার বর্তমান স্তরে এসে এটা অতি সহজেই বলা যায়– বিজ্ঞান ছাড়া মানষের জীবন অচল। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরসীম।

ইসলামও মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে চায়। যেমন কুরআন বলেছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .....

তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার জন্য... ... ...

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১১০)

তাই সহজে বলা যায় যে, ইসলামে সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ার কথা।

দৃষ্টিকোণ-২

◆ আল কুরআনে বিজ্ঞানের অংশের দৃষ্টিকোণ

মানব জীবনের বহু দিক আল কুরআনে আলোচিত হয়েছে। তবে কুরআনের এক ষষ্ঠাংশ দখল করে আছে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা। এটি প্রমাণ করে ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী একটি বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এখন আমাদের কুরআনের তথ্যের আলোকে যাচাই করে এ রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। কুরআনে যদি প্রাথমিক সিদ্ধান্তের পক্ষে বক্তব্য পাওয়া যায় তবে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটি আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে। আর কুরআনে যদি প্রাথমিক সিদ্ধান্তটির বিপক্ষে বক্তব্য পাওয়া যায় তবে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিকে বর্জন করে কুরআনের বক্তব্যটিকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর কুরআনে যদি আলোচ্য বিষয়ে কোনো বক্তব্য না পাওয়া যায় তবে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিকে হাদীসের আলোকে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে কুরআন

তথ্য-১

يٰسٓ . وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ .

ইয়া-সীন। শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের।

(সুরা ইয়াসিন/৩৬ : ১, ২)

ব্যাখ্যা : এটিসহ আল কুরআনের অনেক জায়গায় কুরআনকে বলা হয়েছে حَكِيْمٌ অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কিতাব। ইসলাম তথা মুসলিমদের জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম বলেই মহান আল্লাহ কুরআনকে বিজ্ঞানময় গ্রন্থ বলে ঘোষণা করেছেন।

তথ্য-২

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ . وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ . وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ . وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ .

তবে কি তারা দেখে না উটকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশকে কীভাবে উঁচু করা হয়েছে? আর পর্বতমালাকে কীভাবে গেড়ে দেওয়া হয়েছে? আর পৃথিবীকে কীভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে?

(সুরা আল গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

ব্যাখ্যা : অতীতে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে যোগ হয়েছে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র। অন্যদিকে আয়াতটির 'তারা কি দেখে না?' বাচনভঙ্গি বক্তব্য উপস্থাপনের তিরস্কারের ভঙ্গি।

তাই আয়াতটিতে–

১. উটের সৃষ্টিতত্ত্ব খালি চোখ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে না দেখা তথা জীববিজ্ঞান না শেখার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে।
২. আকাশকে উঁচু করার রহস্য খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে না দেখা তথা মহাকাশ বিজ্ঞান না শেখার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে।
৩. পর্বতমালাকে শক্ত করে দাঁড় করানোর রহস্য খালি চোখ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে না দেখা তথা পর্বত বিজ্ঞান না শেখার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে।
৪. পৃথিবীকে বিস্তৃত করার রহস্য খালি চোখ, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে না দেখা তথ ভূ-বিজ্ঞান না শেখার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে।

তিরস্কারের ইতিবাচক রূপ হলো আদেশ। তাই আয়াত ৪টির ইতিবাচক ব্যাখ্যা হলো–

১. উটের সৃষ্টিতত্ত্ব খালি চোখ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা তথা জীববিজ্ঞান শেখার জন্য আদেশ করা হয়েছে।
২. আকাশকে উঁচু করার রহস্য খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা তথা মহাকাশ বিজ্ঞান শেখার জন্য আদেশ করা হয়েছে।
৩. পর্বতমালাকে শক্ত করে দাঁড় করানোর রহস্য খালি চোখ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা তথা পর্বত বিজ্ঞান শেখার জন্য আদেশ করা হয়েছে।
৪. পৃথিবীকে বিস্তৃত করার রহস্য খালি চোখ, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা তথা ভূ-বিজ্ঞান শেখার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

শেষ বিচারের দিন আল্লাহর তিরস্কারের সম্মুখীন হওয়া বা আদেশ না মানা ব্যক্তির ঠিকানা হবে চিরকালের জাহান্নাম।

তাই আয়াত ৪টির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– জীববিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পর্বত বিজ্ঞান ও ভূ-বিজ্ঞান শেখা ইসলামে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-৩

وَفِي الْأَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। আরও (নিদর্শন রয়েছে) তোমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে। তোমরা কি দেখতে পাও না?

(সুরা আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে বাচনভঙ্গির মাধ্যমে খালি চোখ, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তথা বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবী ও নিজ শরীর দেখে ঈমান দৃঢ় না করার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ বিজ্ঞান ও মানব শারীরবিজ্ঞান জানার মাধ্যমে ঈমান দৃঢ় করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। তাই আয়াত দুটি অনুযায়ীও বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্য-৪

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ . وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ....

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করেন। অতঃপর আমরা এ দিয়ে বিভিন্ন রকম ফলমূল উৎপন্ন করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে নানান রঙের গিরিপথ, সাদা, লাল ও নিকষ কালো। আর এভাবে রং-বেরঙের মানুষ, জন্তু ও গৃহপালিত পশু রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে শুধু জ্ঞানীগণ (আলিম)। ... ...

(সুরা আল ফাতির/৩৫ : ২৭, ২৮)

ব্যাখ্যা : সহজেই বুঝা যায়, আয়াত দুটি অনুযায়ী আলিম (জ্ঞানী) হলো– বিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ। প্রচলিত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নয়।

তাই আয়াত দুটি অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করে শুধু বিজ্ঞানীগণ। আর এর কারণ হলো– বিজ্ঞানীগণ আল্লাহর জ্ঞান, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি নিজ চোখে দেখতে পারে।

আর তাই আলোচ্য আয়াত ২টির আলোকে– মহাকাশ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান শেখা ইসলামে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-৫

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত পাঠ করে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও তাদেরকে কিতাব এবং হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শেখায়। যদিও তারা এর আগে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।
(সুরা জুম'আ/৬২ : ২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে রসূল স.-কে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী জনশক্তি তৈরি করার কর্মপদ্ধতিগুলো আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। একই ধরনের মূল বক্তব্য আছে সুরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১ নং এবং সুরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতে। আয়াতগুলো থেকে জানা যায়– রসূল স. যে চারটি উপায়ে মুসলিমদের গঠন করতেন তার একটি ছিল হিকমাহ শিক্ষা দেওয়া।

কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলের ভিত্তিতে হিকমার সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense-এর উৎকর্ষিত বুঝ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

তাই রসূল স. যে সকল শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে গঠন করতেন তার মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এ কারণে মুসলিমগণ কয়েকশত বছর পৃথিবীতে বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিল। আর তাই ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে অতি সহজে বলা যায়– কুরআন অনুযায়ী সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা Common sense–এর রায়কে কুরআন সমর্থন করলে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। ইসলামের প্রাথমিক রায় ছিল– বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন পর্যালোচনা করে জানা গেল যে, কুরআন বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। তাই এ পর্যায়ে এসে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে– ইসলামে বিজ্ঞানের সার্বিক গুরুত্ব অপরিসীম।

সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ... ...
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

ইমাম বুখারী রহ. আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণিত সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াঝিদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
আমর ইব্নুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছেন– কোনো বিচারক (বৈচারিক) গবেষণার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দুটি পুরস্কার। আর বিচারক গবেষণায় ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯১৯; মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৫৮৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বৈচারিক গবেষণার কথা উল্লেখ থাকলেও যেকোনো গবেষণার বিষয়ে এ হাদীস প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞান গবেষণা সঠিক হলে দুটি নেকী। আর ভুল হলে একটি নেকী।

হাদীস-২

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةٍ .

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. বলেছেন– কিছুক্ষণ চিন্তা-গবেষণা করা ৬০ (ষাট) বছর (নফল) ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।

◆ আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ : দারেমী, হাদীস নং ২৬৪।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতেও গবেষণার বিষয়ের কথা উল্লেখ নেই। তাই এটি বিজ্ঞানসহ যেকোনো গবেষণার বিষয়ে প্রযোজ্য হবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ..... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ত্রয় ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব ও কুতাইবা বিন সা'দ ও ইবনে হাজার থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার 'আমল ছাড়া। সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে (মানুষের) উপকার হয়, নেক সন্তান যে তার জন্য (তার মৃত্যুর পর) দু'আ করতে থাকে।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৩১০।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– মৃত্যুর পর তিন ধরনের বিষয়ের সাওয়াব মানুষের আমলনামায় যেতে থাকে। তার একটি হলো– এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ উপকৃত হয়। একজন ব্যক্তির জ্ঞান সম্পর্কিত রেখে যাওয়া যে সকল বিষয় দিয়ে মানুষ উপকৃত হতে পারে, গুরুত্বের দিক দিয়ে তার প্রথম তিনটি হলো–

১. কুরআন শিক্ষা দিয়ে তৈরি করা ছাত্র-ছাত্রী, কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রেখে যাওয়া।

২. সুন্নাহ শিক্ষা দিয়ে তৈরি করা ছাত্র-ছাত্রী, সুন্নাহর অনুবাদ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রেখে যাওয়া ।
৩. বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে তৈরি করা ছাত্র-ছাত্রী, গবেষণা করে উদ্ভাবন করা আবিষ্কার রেখে যাওয়া।

তাই হাদীসটি অনুযায়ীও বিজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাপক।

হাদীস- ৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ..... عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ..... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আবূ উমামাহ আল-বাহিলী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন 'আবদুল আ'লা আস-সান'আনী থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামাহ আল-বাহিলী রা. বলেন, দুজন ব্যক্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-কে বলা হলো। তাদের একজন (নিরক্ষর) ইবাদাতকারী এবং অন্যজন শিক্ষিত (ইবাদাতকারী)। রসূলুল্লাহ স. বললেন– শিক্ষিত ও নিরক্ষর ইবাদাতকারীর মর্যাদার পার্থক্য তেমন, যেমন আমার মর্যাদার সাথে তোমাদের একজন সাধারণ মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্য। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বললেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতারা এবং আসমান-জমীনের অধিবাসীরা এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করে যে মানুষকে **কল্যাণকর জ্ঞান** শিক্ষা দেয়।

◆ তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং ২৬৮৫।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : যেকোনো সত্য জ্ঞান মানুষের জন্য 'কল্যাণকর'। সঠিক বিজ্ঞান অবশ্যই কল্যাণকর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদীস- ৫.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ..... حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ..... عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا

الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ. قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. কাসীর বিন কায়েস রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–

কাসীর বিন কায়েস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদা আমি আবূ দারদার রা. সঙ্গে দামেশকের মসজিদে বসা ছিলাম। তখন তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল– হে আবূ দারদা! আমি একটি হাদীসের জন্য সুদূর রসুলুল্লাহর স. শহর (মদীনা) থেকে এসেছি। আমি জানতে পারলাম, আপনি রসূলুল্লাহর স. সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমি আসিনি। আবূ দারদা রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি– **যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য পথ অতিক্রম করে (দেশ-বিদেশে যায়), আল্লাহ তার পরিবর্তে তাকে জান্নাতের পথসমূহের মধ্যে কোনো একটি পথের সন্ধান দিয়ে দেন।** ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। জ্ঞানীর জন্য আসমান ও জমীনে যারা আছে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দু'আ প্রার্থনা করে। এমনকি পানির গভীরে বসবাসকারী মাছও। আবেদ (সাধারণ ইবাদাতগুজারী) ব্যক্তির ওপর 'আলিমের ফাযীলাত হলো যেমন সমস্ত তারকার ওপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা। জ্ঞানীরা হলেন নবীদের উত্তরসূরি। নবীগণ কোনো দীনার বা দিরহাম মীরাসরূপে রেখে যান না। তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৬৪৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রাসুল স.–

১. জ্ঞানার্জন করতে দেশ-বিদেশে যেতে বলেছেন।

২. দেশ-বিদেশে গিয়ে জ্ঞানার্জন করা ব্যক্তির অপরিসীম মর্যাদার কথা বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

রসূল স. নিশ্চয় কুরআন ও সুন্নাহ শেখার জন্য মদিনা ছেড়ে মুসলিমদের দেশ-বিদেশে যেতে বলেননি। কারণ, কুরআন শেখানোর আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি তখন মদিনায় উপস্থিত। ঐ সময় অন্যান্য দেশ বিশেষ করে চীন বিজ্ঞানে উন্নত ছিল।

তাই সহজে বুঝা যায় হাদীসটির মাধ্যমে রসুল স.–

১. মুসলিমদের বিজ্ঞান শেখার জন্য দেশে-বিদেশে যেতে বলেছেন।
২. বিজ্ঞান শেখা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

হাদীস- ৫.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي... ... ... أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

ইমাম বায়হাকী রহ. আনাস ইবনে মালেক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফেজ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–
আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো। **কেননা,** জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।

◆ ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ১৬৬৩।

◆ হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর বা প্রসিদ্ধ।

◆ হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র)–
১. ইমাম বায়হাকীর কাছে গ্রহণযোগ্য।
২. কিছু মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সনদের দিক থেকে দুর্বল বলেছেন।

◆ হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়)–
১. কুরআন বিশেষ করে সুরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতের বক্তব্যের সম্পূরক।
২. ৫.১ নং হাদীসটির অনুরূপ।
৩. হাদীসটির শেষের অংশটুকু (জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ) সকলে সহীহ বলেছেন।

৪. কিছু মুহাদ্দিস হাদীসটির শেষের অংশ (তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো) সহীহ নয় বলেছেন। তবে, হাদীসটিতে 'কেননা' শব্দটি দিয়ে দুটি অংশ সংযুক্ত।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল স. প্রথমে বলেছেন– তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো। অর্থাৎ হাদীসটির প্রথম অংশের মাধ্যমে রসূল স. মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞান শেখার জন্য পৃথিবীর যেকোনো দেশে এমনকি প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেতে হবে।

হাদীসটির শেষাংশে রসূল স. জ্ঞান শেখার জন্য চীন দেশে যেতে বলার কারণ বলে দিয়েছেন। সে কারণটি হলো– জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।

চীন ঐ সময় বিজ্ঞানে উন্নত ছিল। তাই হাদীসটির মাধ্যমে রসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন– ধর্মীয় জ্ঞান শেখার পাশাপাশি বিজ্ঞান শেখাও সকল মুসলিমের জন্য ফরজ। তাই বিজ্ঞান শেখার জন্য প্রয়োজন হলে মুসলিমদের পৃথিবীর যেকোনো দূর দেশে এমনকি চীন দেশেও যেতে হবে। আর এর কারণ হলো– কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা ও বোঝানোর জন্য এবং মুসলিমদের পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিতে হলে বিজ্ঞান জানা ও বিজ্ঞান গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ..... حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ..... عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : هِيَ النَّخْلَةُ.

ইমাম বুখারী রহ. 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. (একদা) বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর এ রকমটি হলো (স্থিরচিত্ত/মুখলিস) মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? (রাবী বলেন,) তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ রা. বলেন– আমার ধারণা হলো, সেটা হবে

খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬১; মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭২৭৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : খেজুর গাছের উদাহরণ হলো উদ্ভিদ বিষয়ক বিজ্ঞানের উদাহরণ। তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসূল স. ইসলাম শেখানোর জন্য উদ্ভিদ বিজ্ঞান ব্যবহার করেছেন।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সহজেই বলা যায়– হাদীস অনুযায়ী সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব

এখন আমরা আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর ভিত্তিতে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব জানার চেষ্টা করব।

মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে Common sense

♦ স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল হওয়ার দৃষ্টিকোণ

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই অন্য বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে হলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োজন। ইসলামও মানুষের জীবনকে শান্তিময় করতে চায়।

তাই এ দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে বলা যায়– ইসলামে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক হবে।

মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– মানব শারীরবিজ্ঞান অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে আল কুরআন

তথ্য-১

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' থেকে।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ১, ২)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম আয়াতটি বিষয়ের দিক দিয়ে অনির্দিষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর সেটি হলো মানব ভ্রূণবিজ্ঞান। অর্থাৎ আল কুরআনের প্রথম বিষয়ভিত্তিক আয়াত হলো মানব শারীরবিজ্ঞানের আয়াত। মহান আল্লাহ কোনো কারণ ছাড়া এটি করেননি। এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক।

তথ্য-২

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য (দৃঢ় বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য) নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। আরও (নিদর্শন রয়েছে) তোমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে। তোমরা কি দেখতে পাও না? (সুরা আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে বাচনভঙ্গির মাধ্যমে খালি চোখ, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তথা বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবী ও নিজ শরীর দেখে ঈমান দৃঢ় না করার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ ও মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করে ঈমান দৃঢ় করার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে আয়াত দুটি অনুযায়ী দৃঢ় ঈমানদার হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অর্ধেক আছে পৃথিবীতে তথা সকল সাধারণ বিজ্ঞান মিলিয়ে। আর অর্ধেক আছে মানুষের শরীরের ভেতরে। তাই আয়াত দুটি অনুযায়ীও মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক।

তথ্য-৩

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ .....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নির্দশন দেখাবো, যতদিন না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো পৃথিবীর যতদূর দৃষ্টিশক্তি যায় ততদূর। তাই আয়াতটিতে বলা হয়েছে– আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম অনুযায়ী খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবী এবং মানুষের শরীরের ভেতরের বিভিন্ন বিষয় ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। ঐ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য

প্রমাণিত হবে। আয়াতটি অনুযায়ী, যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কুরআনকে সত্য প্রমাণ করবে তার অর্ধেক হবে মানব শরীরের ভেতরের আবিষ্কার। তাই আয়াতটি অনুযায়ীও মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক।

মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আমরা দেখলাম যে, মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– মানব শারীরবিজ্ঞান অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়ে হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাসান বিন হালীম থেকে শুনে তাঁর 'আল মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– পাঁচটি অবস্থার আগে পাঁচটি অবস্থাকে গুরুত্ব দাও। বার্ধক্যের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের আগে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার আগে অবসরকে এবং মৃত্যুর আগে হায়াতকে।

- হাকিম, আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস নং-৭৮৪৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল স. যে ৫টি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে বলেছেন তার ৪টি (বার্ধক্যের আগে যৌবন, অসুস্থতার আগে সুস্থতা, ব্যস্ততার আগে অবসর এবং মৃত্যুর আগে জীবন) মানব শারীরবিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই হাদীসটি অনুযায়ী চিকিৎসাবিজ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ . . . . . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মাক্কী বিন ইবরাহীম থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– দুটি নেয়ামত রয়েছে যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে– সুস্থতা ও বিশ্রাম।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬০৪৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সুস্থতা ও বিশ্রাম সম্পর্কে ধোঁকা তথা ভুল জ্ঞানে পড়ে থাকা ভীষণ ক্ষতিকর বিষয়। এ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সকল মানুষের মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ . . . . . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ . . . . . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ. قَالُوا لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا.

ইমাম বুখারী রহ., আবূ হুরায়রা রা.-এর বলা বর্ননা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম বিন হামজা থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল স.-কে বলতে শুনেছেন– বলোতো দেখি! যদি তোমাদের কারও বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার (যথাযথভাবে) গোসল করে, তাহলে কি তাঁর শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তাঁরা বললেন– তাঁর শরীরে কোনো ধরনের ময়লা থাকবে না। তখন রসূল স. বললেন– এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালা (মানব জীবন থেকে) ভুল/গুনাহসমূহ (الخَطَايَا) দূর করে দেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে নদী ও শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি উদাহরণ দিয়ে রসুল স. সালাত সম্পর্কিত দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় হলো মানব জীবনের বড়ো ময়লা/গুনাহ/ভুল। হাদীসটির শিক্ষা হলো– দিনে ৫ বার যথাযথভাবে সালাত আদায় করলে মানব জীবন থেকে বড়ো ও ছোটো সকল অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় দূর হয়ে যাবে। সালাতের মাধ্যমে সকল অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় দূর হবে– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়মকানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করলে। শুধু সালাতের অনুষ্ঠান করলে নয়।

তাই হাদীসটির মাধ্যমে সালাত সম্পর্কিত জানিয়ে দেওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি শিক্ষা হলো–

১. সালাতের উদ্দেশ্য হলো– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় দূর করা।
২. 'সালাত কায়েম করা' কথাটির ব্যাখ্যা হলো সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম করা।

আর তাই হাদীসটি অনুযায়ী নদ-নদী বিজ্ঞান ও মানব শারীরবিজ্ঞান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মিলিত শিক্ষা

হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক।

ইসলাম বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়ার কারণ

ইসলাম বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে তথ্যটি জানলেই বিজ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের সকল বক্তব্য জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। ইসলাম বিজ্ঞানকে কেন অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে তা পরিষ্কারভাবে না জানলে বিজ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্যের তেমন কিছুই জানা হলো না বলা যায়। বিষয়টি সকল মানুষের বিশেষভাবে বর্তমান মুসলিমদের ভালোভাবে জানা দরকার। এটি যথাযথভাবে জানতে পারলেই শুধু মুসলিমরা বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের কর্মপদ্ধতি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ইসলাম বিজ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়ার প্রধান কারণসমুহ হলো–

১. বিজ্ঞান তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদি) প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করে।
২. বিজ্ঞান– কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে।
৩. বিজ্ঞান– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে।
৪. বিজ্ঞান– হাদীস জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে।
৫. বিজ্ঞান মানুষকে আল্লাহর মুখলিস বান্দা হতে পারা সম্ভব করে।
৬. বিজ্ঞান মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব করে।
৭. বিজ্ঞান মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া সমাজ টিকে থাকা সম্ভব করে।

চলুন, এখন বিষয়গুলোর সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক–

১. 'বিজ্ঞান– তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

Common sense

পড়া বা শোনার তুলনায় দেখার মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস অধিক দৃঢ় হয়। তাই তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি মনুষের বিশ্বাস ইস্পাতদৃঢ় হতো যদি মানুষ আল্লাহ তা'য়ালাকে

সরাসরি দেখতে পেত। কিন্তু মানুষের শারীরিক গঠনের দুর্বলতার কারণে তা সম্ভব নয়। এ কথাটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আ'রাফের ১৪৩ নং ও সুরা শুরার ৫১ নং আয়াতের মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখার অন্য যে উপায় হতে পারে তা হলো– সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন জিনিসের সৃষ্টির কলা-কৌশল ও পরিচালনা পদ্ধতি নিজ চোখে দেখা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালাকে সরাসরি দেখা না গেলেও তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব কলা-কৌশল দেখা যায়। ফলে আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান গবেষণা এটি বাস্তবে ঘটতে সহায়তা করে। যেমন–

১. মানুষের শরীরের ভেতরের বিভিন্ন কলা-কৌশল দেখার মাধ্যমে একজন ঈমানদার চিকিৎসকের আল্লাহ তথা তাওহীদের প্রতি ঈমান দৃঢ় হয়।
২. অণু-পরমাণুর ভেতরের কলা-কৌশল দেখার মাধ্যমে ঈমানদার পরমাণু বিজ্ঞানীর আল্লাহ তথা তাওহীদের প্রতি ঈমান দৃঢ় হয়।

তাই Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায়– বিজ্ঞান তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি মানুষের ঈমান দৃঢ় করে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– বিজ্ঞান, তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি মানুষের ঈমান দৃঢ় করে তথ্যটি সঠিক।

আল কুরআন

ক. নবী-রসূলগণের তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস যেভাবে দৃঢ় করা হয়েছিল

পৃথিবীতে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস সবচেয়ে দৃঢ় ছিল। আর আল্লাহ তা'য়ালা এটি করেছিলেন এক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে।

চলুন এখন জানা যাক– কী পদ্ধতিতে মহান আল্লাহ এটি করেছিলেন।

তথ্য-১

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ

قَلْبِيْ ۖ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ۗ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

আর যখন ইব্রাহীম বলেছিল– হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন কীভাবে আপনি মৃতকে পুনর্জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? সে বলল, হ্যাঁ (বিশ্বাস করি) তবে আমার মনের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার জন্য (দেখতে চাই)। তিনি বললেন– তাহলে তুমি ৪টি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের (কেটে কেটে) এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে আসো। এরপর তাদেরকে ডাকো। তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ অত্যন্ত প্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬০)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ ইব্রাহীম আ.-এর তাওহীদের প্রতি ঈমান কীভাবে দৃঢ় করেছিলেন তা এখানে উপস্থাপন করেছেন। সহজে বোঝানোর জন্য বিষয়টা তিনি উপস্থাপন করেছেন ইব্রাহীম আ. ও তাঁর মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে।

মৃতকে কীভাবে জীবিত করা হবে, ইব্রাহীম আ. তা আল্লাহর কাছে দেখতে চাইলেন। উত্তরে আল্লাহ বললেন– তোমার কি বিশ্বাস হয় না? আল্লাহর এ প্রশ্নের উত্তরে ইব্রাহীম আ. বললেন– বিশ্বাস তো হয়, তবে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় করার জন্য আমি বিষয়টা একটু দেখতে চাই।

তখন মহান আল্লাহ ইব্রাহীম আ.-কে প্রথমে ৪টা পাখিকে পোষ মানাতে বললেন। পরে তাদের টুকরো টুকরো করে কেটে পাহাড়ের ওপরে রেখে আসতে এবং তারপর পাখিগুলোকে ডাকতে বললেন। ইব্রাহীম আ. ঐভাবে ডাক দেওয়ার পর পাখিগুলো জীবিত হয়ে চলে আসলো। এটা দেখে, আল্লাহ যে মৃতকে জীবিত করতে পারেন– এ বিষয়ে এবং তাওহীদের প্রতি ইব্রাহীম আ.-এর বিশ্বাস ইস্পাত কঠিন দৃঢ় হয়ে গেল।

তথ্য-২

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ .

আর এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও পরিচালনার তত্ত্ব দেখাই যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৭৫)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন– তিনি ইব্রাহীম আ.-কে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি তত্ত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতি সরাসরি দেখিয়েছেন। আল্লাহ এখানে এটাও উল্লেখ করেছেন যে, এটা তিনি করেছেন ইব্রাহীম আ.-এর বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ় করার জন্য।

তথ্য-৩

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ .

পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে একরাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চার পাশকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

(বনী ইসরাইল/১৭ : ১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা রসুল স.-কে মে'রাজে নেওয়ার পেছনে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্যটা বর্ণনা করেছেন। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে– রসুল স.-কে বিশ্বজগৎ সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতির কিছু নিদর্শন সরাসরি দেখানো। আর এটা দেখানোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি রসুল স.-এর বিশ্বাস দৃঢ় করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : আল কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়– নবী-রসুলগণের তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস ইস্পাতদৃঢ় হওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল–

১. বিশ্বজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতি, বিশেষ উপায়ে তাঁদেরকে সরাসরি দেখানো।
২. সে দেখানোর ব্যবস্থা আল্লাহ নিজেই করেছিলেন।

খ. সাধারণ মানুষের তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার ব্যাপারে কুরআন

সাধারণ মানুষের তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য বিশ্বজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতি তাদের সরাসরি দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। কিন্তু এ কাজটি তিনি করেছেন আল কুরআনে মানুষকে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন

বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলা বা তা না করার জন্য তিরস্কার করার মাধ্যমে। যেমন–

তথ্য-১

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। আরও (নিদর্শন রয়েছে) তোমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে। তোমরা কি দেখতে পাও না?

(সুরা আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে প্রথমে বলা হয়েছে– দৃঢ় ঈমানদার হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য পৃথিবীতে ও নিজেদের শরীরের ভেতরে শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

অন্যদিকে ২১ নং আয়াতের শেষের 'তোমরা কি দেখতে পাও না?' কথাটি হলো কথা বলার তিরস্কারের ভঙ্গি। অতীতে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে যোগ হয়েছে অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র। তাই আয়াত দুটির শেষে পৃথিবী ও নিজেদের শরীরের ভেতরের বিষয়সমূহ খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তথা বৈজ্ঞানিকভাবে না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে।

একজন মানুষ যদি সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন জিনিসের বাহ্যিক রূপ, সৌন্দর্য, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তবে ঈমানদার হলে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি তার বিশ্বাস মজবুত হবে।

আর কেউ যদি সৃষ্টিজগৎ অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তথা বৈজ্ঞানিকভাবে দেখে অথবা সৃষ্টিজগৎ নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা করে, তবে ঈমানদার হলে তাওহীদের প্রতি ঈমান আরও মজবুত হবে। কারণ, সৃষ্টির মধ্যকার অপূর্ব কলাকৌশল সে আরও গভীর বা নিখুঁতভাবে দেখতে পাবে।

তাই সহজে বলা যায় আয়াত দুটিতে–

১. সরাসরি বলা হয়েছে পৃথিবী ও মানুষের শরীরের ভেতরের বিষয়সমূহ বৈজ্ঞানিকভাবে দেখলে ঈমান দৃঢ় হয়।
২. পৃথিবী ও শরীরের ভিতরের বিষয়সমূহ বৈজ্ঞানিকভাবে দেখে ঈমান দৃঢ় করার জন্য কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে।

তথ্য-২

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ . وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ . وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ . وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ .

তবে কি তারা দেখে না উটকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশকে কীভাবে উঁচু করা হয়েছে? আর পর্বতমালাকে কীভাবে গেড়ে দেওয়া হয়েছে? আর পৃথিবীকে কীভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে?

(সুরা আল গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর উপাস্থাপনা ভঙ্গিও তিরস্কারের ভঙ্গি। তাই ১ নং তথ্যের আয়াত দুটির অনুরূপ ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, এ ৪টি আয়াতে কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে–

১. উটের সৃষ্টি তথা প্রাণী জগতকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখার জন্য।
২. মহাকাশকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখে ঈমান দৃঢ় করার জন্য।
৩. পর্বতমালাকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখে ঈমান দৃঢ় করার জন্য।
৪. ভূমণ্ডলকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখে ঈমান দৃঢ় করার জন্য।

এ আদেশের একটি মূল কারণ হলো তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া।

তথ্য-৩

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا .

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা : এ ধরনের বেশ কয়েকটি স্থানে মহান আল্লাহ মানুষকে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন বা চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন। এরও একটি মূল কারণ হলো তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায়

হলো– বিজ্ঞান 'তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা ইত্যাদির প্রতি মানুষের ঈমান দৃঢ় করে' তথ্যটি সঠিক।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

সাধারণ বিজ্ঞান ও মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অধ্যায়ের হাদীসসমূহ এ বিষয়ের হাদীস হিসেবে গণ্য হবে।

২. 'বিজ্ঞান– কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

আল কুরআনে বিজ্ঞানের অনেক তথ্য উল্লিখিত আছে। তবে তা আছে সংক্ষিপ্তভাবে, ইঙ্গিতে বা ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য আকারে। আল কুরআনের ঐ সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য যদি নির্ভুল প্রমাণিত হয় তবে কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত হবে। কারণ, যে যুগে কুরআন নাযিল হয়েছে সে যুগে মানুষের ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না।

আর কুরআনের প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ভুল প্রমাণিত হলে তথা কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলে যা ঘটবে তা হলো–

১. কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হবে।
২. কুরআন অনুযায়ী আমল করতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে।
৩. কুরআনের জ্ঞান ও আমল থেকে মানুষকে বিপথে নেওয়া কঠিন বা অসম্ভব হবে।

তাই বিষয়টি মুসলিম জাতি ও মানব সভ্যতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

চলুন এখন জানা যাক, কুরআনের প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ভুল হওয়ার বিষয়টি মহান আল্লাহ কীভাবে জানিয়েছেন–

তথ্য-১

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

আর তোমাদের যদি তাতে সন্দেহ হয় যা আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছি, তাহলে তোমরা অনুরূপ একটি (সুরা প্রণয়ন করে) আনো এবং তোমরা ডাকো আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সহযোগীদের, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (সুরা আল বাকারা/২ : ২৩)

ব্যাখ্যা : আল কুরআন আল্লাহর কিতাব তথা আল কুরআনের সকল তথ্যের নির্ভুলতার বিষয়ে মানুষের মনের সন্দেহ দূর করার জন্য আল্লাহ এ আয়াতটিসহ আরও আয়াতে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, কুরআনের সাহিত্য মানের সমতুল্য একটা আয়াত বা সুরা বানিয়ে দেখানোর জন্য। আজ পর্যন্ত তা কেউ বানাতে পারেনি। আর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ পারবেও না। কুরআন যে আল্লাহর কিতাব তথা আল কুরআনের সকল বক্তব্য যে নির্ভুল তার পক্ষে এটা অবশ্যই একটা বড়ো প্রমাণ।

তথ্য-২

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নির্দশন দেখাবো, যতদিন না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো– আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতের সরাসরি বক্তব্য হলো– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় বিজ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে। ইতোমধ্যে কুরআনের যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে তার কয়েকটি পরে আসছে। এভাবে যত দিন যাবে তত কুরআন আল্লাহর কিতাব হিসেবে অধিক দৃঢ়তার ভিত্তিতে প্রমাণিত হবে।

তথ্য-৩

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا .

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে? (সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ মানুষকে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন। এ ধরনের আরও আয়াত কুরআনে আছে। আয়াতগুলোতে বিষয় উল্লেখ না করে কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে বলা হয়েছে। তাই ঐ গবেষণার বিষয় হবে কুরআনে উল্লিখিত বিজ্ঞানের বিষয়সহ সকল বিষয়।

এ আয়াতের ভিত্তিতে তাই সহজে বলা যায়– বিজ্ঞান গবেষণাকে কুরআন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এ গুরুত্ব দেওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো– কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া। কারণ, আবিষ্কারটি যদি সঠিক হয় তবে তা কুরআনের ঐ বিষয়ের তথ্যের সাথে মিলে যাবে। ফলে ঐ আবিষ্কার কুরআনের সত্যতার প্রমাণ দেবে।

♣♣ তাই সহজে বলা যায়– 'বিজ্ঞান কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টি তথা কুরআনের নির্ভুলতা প্রমাণ করে' বিষয়টি সঠিক।

আল হাদীস

সাধারণ বিজ্ঞান ও মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অধ্যায়ের হাদীসসমূহ এ বিষয়ের হাদীস হিসেবে গণ্য হবে।

বিজ্ঞানের যে সকল আবিষ্কার ইতোমধ্যে কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছে তার কয়েকটি

১. মায়ের গর্ভে মানবভ্রূণের বৃদ্ধির ক্রমবিকাশ

মাতৃগর্ভে মানবভ্রূণের বৃদ্ধির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সঠিক তথ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের আয়ত্তে এসেছে মাত্র কয়েক দশক আগে। আর এটা সম্ভব হয়েছে মানব দেহের ভেতরের বিভিন্ন অংশের প্রতিচ্ছবি (Image) নেওয়ার উন্নত প্রযুক্তি (Ultrasonography, CT scan, MRI ইত্যাদি) এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর।

এ যন্ত্রগুলো আবিষ্কারের সময়কাল হলো–

- মাইক্রোসকোপ- ১৫৯০
- আল্টাসোনোগ্রাফি- ১৯৭২
- সিটি স্ক্যান- ১৯৭৭
- এম আর আই- ১৯৭৭

এ সকল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মাতৃগর্ভের মানবভ্রূণের বৃদ্ধির ক্রমবিকাশের যে তথ্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বর্তমানে জানতে পেরেছে, তা সাধারণভাবে উপস্থাপন করলে যা দাঁড়ায়–

ভ্রূণের শুরু

মানব ভ্রূণের শুরু হয় পুরুষের শুক্র (Sperm) এবং মহিলার ডিম্বের (Ovum) মিলনের মাধ্যমে। শুক্র ও ডিম্বের এই মিলন হয় মহিলাদের টিউবের (Fallopian Tube) মধ্যে। শুক্র ও ডিম্বের মিলনের পর যে ভ্রূণ তৈরি হয়, সেটা প্রথমে দেখা যায় তরল পদার্থের ফোঁটার মতো। মহিলাদের পরিপক্ব ডিম্বও (Matured ovum) তরল পদার্থের ফোঁটার মতো দেখা যায়। আবার শুক্র যে তরল পদার্থের (Semen) মধ্যে থাকে, সেটাও পুরুষ থেকে বের হওয়ার সময় তরলের ফোঁটা আকৃতিতে বের হয়। এ স্তরের ভ্রূণের ছবি–

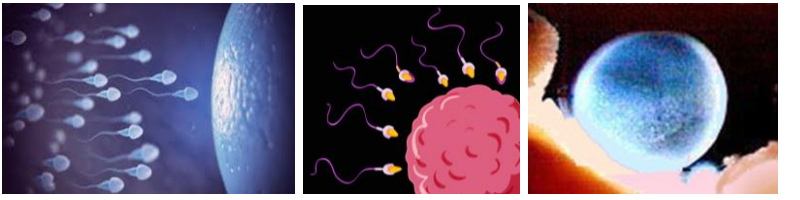

পরের স্তর

গঠিত ভ্রূণ (Zygote) টিউবের মধ্য দিয়ে গড়াতে গড়াতে মায়ের জরায়ুর (Uterus) মধ্যে পৌঁছে। জরায়ুতে পৌঁছে ভ্রূণ জরায়ুর দেওয়ালে ঝুলে থাকে। ভ্রূণ গঠিত হওয়ার পর থেকেই তার বৃদ্ধি (Development) চলতে থাকে। এ স্তরের ভ্রূণের ছবি–

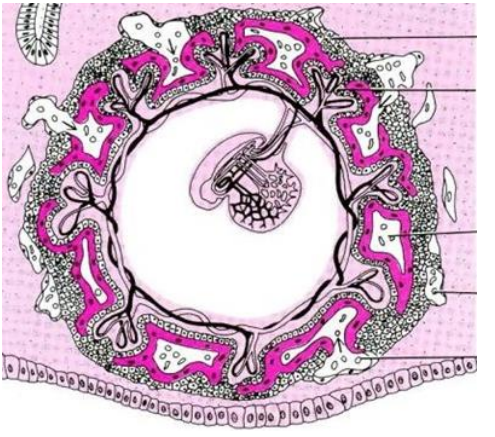

পরের স্তর

বৃদ্ধি হয়ে এ স্তরে ভ্রূণ যে আকৃতি ধারণ করে, তা দেখতে দাঁত দিয়ে চিবানো আঁশবিহিন মাংশের মতো হয়। যাতে জোড়া দাঁতের ছাপ পড়ে থাকে। এ স্তরের ভ্রূণের ছবি–

পরের স্তর

এ স্তরে হাড় (Bone) তৈরি হয়। ছয় সপ্তাহের শুরু থেকে হাত ও পায়ের নরম হাড় (Cartilage) তৈরির মাধ্যমে হাড় তৈরি শুরু হয় এবং ১২ সপ্তাহের মধ্যে শরীরের পুরো অস্থি (Skeletal System) প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়ে আকারে এসে যায়।

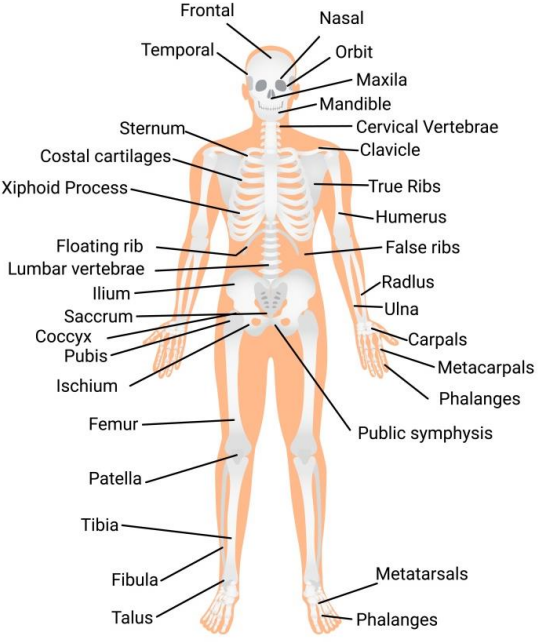

পরের স্তর

অস্থিকে গোশত দিয়ে আচ্ছাদনের স্তর। ভ্রূণের মাংস তৈরি শুরু হয় হাড় তৈরি শুরু হওয়ার সাথে সাথে। কিন্তু সপ্তম সপ্তাহের শেষ থেকে ৮ম সপ্তাহের আগে মাংস হাড়ের চতুর্দিকে স্থান গ্রহণ করে না।

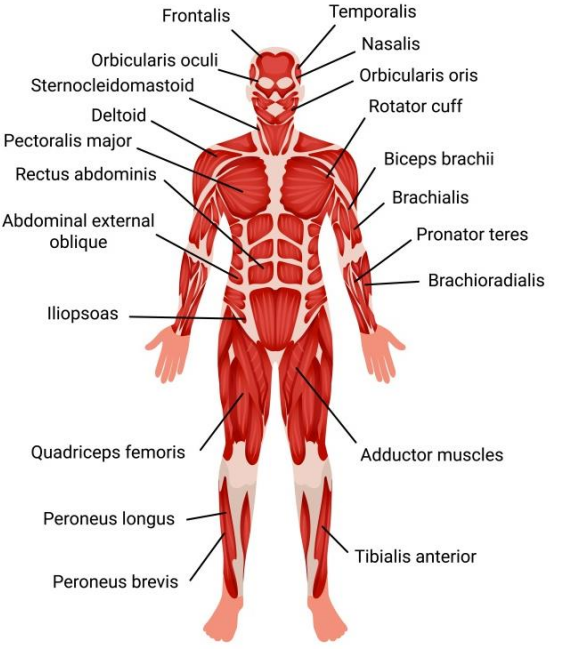

পরিপূর্ণ বৃদ্ধির পর ভ্রূণের আকার

পরিপূর্ণ বৃদ্ধির (Full Development) পর ভ্রূণ (Foetus) যে আকার (Shape) গ্রহণ করে তা প্রথম দিকের আকৃতির সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছবি দেখুন–

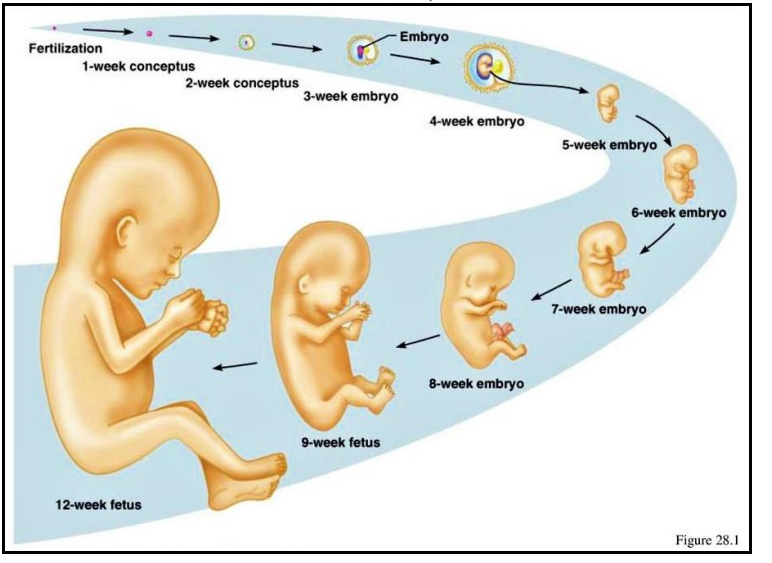

Figure 28.1

ভ্রূণ বৃদ্ধির স্তরসমূহের প্রবাহচিত্র হলো নিম্নরূপ–

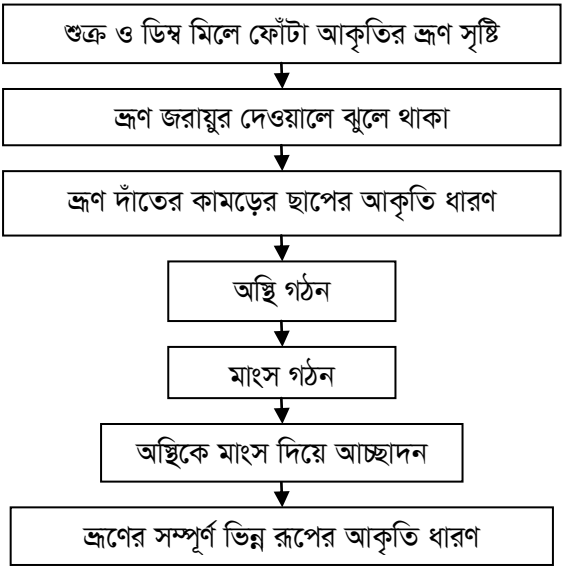

এবার চলুন দেখা যাক, আল কুরআন মায়ের গর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে কী বলেছে। সুরা মুমিনুনের ১২-১৪ নং আয়াতে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ . ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ .

আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির মৌলিক উপাদান থেকে। অতঃপর আমরা তা **ফোঁটার আকৃতিরূপে** স্থাপন করেছি এক নিরাপদ পাত্রে (জরায়ু)। পরে আমরা ফোঁটাকে পরিণত করি 'আলাকা'-তে (কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু)। অতঃপর আলাকাকে পরিণত করি **'মুদগা'-তে (দু'পাটি দাঁতের ছাপ থাকা চর্বিত আঁশবিহীন মাংসপিণ্ড সদৃশ বস্তু)**। অতঃপর মুদগা থেকে **হাড়** তৈরি করি। তারপর হাড়কে আচ্ছাদিত করি **মাংস** দিয়ে। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি ভিন্ন আকৃতির এক সৃষ্টিরূপে। অতএব বরকতময় আল্লাহ তিনিই সর্বোত্তম স্রষ্টা।

ব্যাখ্যা : সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে, আল কুরআন কোনো বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। তাই সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে,

যাতে সাধারণ মানুষও তা বুঝতে পারে। আয়াতটিতে ১৪০০ বছর আগে নাযিলকৃত কিতাবে মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রূণ বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা ক্রমানুযায়ী যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে মিলালে দেখা যায় দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই।

২. বিমান ও বিমান যুদ্ধ

রাইট ব্রাদার্স (Wright Brothers) বিমান আবিষ্কার করার পর প্রথম বিমান উড্ডয়ন করে ০৯.১১.১৯০৪ তারিখে। আর বিমান থেকে বোমা ফেলে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা প্রকৃত অর্থে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪০-১৯৪৪ সনে। কিন্তু আল কুরআন বিমান থেকে বোমা ফেলে যুদ্ধ করার কথা বর্ণনা করেছে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে।

চলুন এখন আল কুরআনের ভাষায় জানা যাক সেই বিমান যুদ্ধের অপূর্ব ঘটনা–

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِ . اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ تَضۡلِيۡلٍ . وَّاَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ . تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۖ . فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ .

তুমি কি দেখোনি তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন? তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেননি? আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর (সেটির আঘাতে) তিনি তাদের চর্বিত ভূষি রূপে পরিণত করলেন।

(সুরা আল ফীল/১০৫ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : রসূল স.-এর জন্মের পঞ্চাশ দিন আগে ইয়ামেনের সম্রাট আবরাহা বিপুল সংখ্যক হাতিসহ ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য এসেছিল। আবরাহার সেই সৈন্যবাহিনীকে কী পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে আল্লাহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন তা এ সুরাটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ এখানে রূপকভাবে বিমানের পরিবর্তে পাখি এবং বোমার পরিবর্তে পাথর শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ, বিমান ও বোমার জ্ঞান মানব সভ্যতার আয়ত্তে আসার আগে ঐ শব্দ দুটো ব্যবহার করলে মানুষ তা বুঝতে পারতো না।

শানে নুযুল এবং রূপক শব্দের সম্ভাব্য প্রকৃত অর্থ ধরে তরজমা করলে সুরাটির অর্থ যা দাঁড়ায় তা হলো–

- তুমি কি দেখোনি, হস্তীবাহিনীর সাথে তোমার রব কী পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছিলেন?
- তিনি কি তাঁর অপূর্ব যুদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেননি?
- আর তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল নামের বিমান বাহিনী পাঠিয়েছিলেন।
- ঐ বিমান বাহিনী শত্রুদের ওপর ছিজ্জিল দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের বোমা নিক্ষেপ করেছিল।
- সে বোমার আঘাতে শত্রু বাহিনী ভক্ষণ করা ভুসির মতো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ তা'য়ালার নিক্ষেপ করা বোমার আঘাতে শত্রুবাহিনী যেভাবে ভক্ষণ করা ভুসির মতো হয়ে গিয়েছিল তাতে মনে হয় ঐ বোমা ছিল অল্পস্থানে ক্রিয়াশীল আণবিক বোমা। বর্তমান বিশ্বে যে আণবিক বোমা আছে তা ব্যাপক ধ্বংস সৃষ্টিকারী। তাই মানুষ চেষ্টা করছে স্বল্পস্থানে ক্রিয়াশীল (Locally active) আণবিক বোমা তৈরি করার জন্য। মানুষ এখনো এটিতে সফল হয়নি।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করে দেখুন– কী অপূর্বভাবে মহান আল্লাহ আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে বিমান যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুদের ধ্বংস করার কথা বর্ণনা করেছেন। মুসলিমরা যদি এই ইঙ্গিত ধরে গবেষণা করতো, তবে বিমান এবং বোমা ও পারমাণবিক বোমা তারাই প্রথমে আবিষ্কার করতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তবতা তার উল্টো।

৩. মদের অপকারিতা ও উপকারিতা

বর্তমান সময় পর্যন্ত মদের অপকারিতা ও উপকারিতা সম্পর্কে মানুষ যা জানতে পেরেছে তা হলো–

❖ **অপকারিতা**

১. বাড়িতে অশান্তি।
২. সড়ক দুর্ঘটনা।
৩. বিভিন্ন কঠিন রোগ–
   - Liver cirrhosis
   - Pancreatitis
   - Peptic ulcer
   - পাকস্থলির ক্যানসার।

❖ **উপকারিতা**

- রক্তের শিরার অসুখে মদ কিছুটা উপকার দেয়।
- ক্ষুধামন্দা রোগে কিছুটা উপকার হয়।

১৪০০ বছর আগে মদ সম্পর্কে আল কুরআন যা বলেছে–

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۭ قُلِ الْعَفْوَ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ .

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এ দুটির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি, উপকারিতার চেয়ে। আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দাও, (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে। এভাবে আল্লাহ আয়াতকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা গবেষণা করতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২১৯)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে মদ ও জুয়ার অপকারিতা ও উপকারিতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন– মদ ও জুয়ায় রয়েছে অনেক অপকারিতা এবং কিছু উপকারিতা। তিনি আরও বলেছেন– মদ ও জুয়ার খারাপ দিকটা ভালো দিকের থেকে অনেক বেশি। তারপর তিনি আল কুরআনের এসব বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন। কারণ, তা করলে মানুষ জানতে পারবে, ঐ সব অপকারিতা ও উপকারিতা কী কী। আর তাতে মানব সভ্যতা উপকৃত হবে।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করে দেখুন– আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে আল কুরআন মদের ক্ষতি ও কল্যাণের বিষয়ে যা বলেছে, বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে তা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হচ্ছে। আমার মনে হয়, মদ নিয়ে গবেষণা চালু রাখলে মদের আরও অনেক অপকারিতা বা খারাপ দিক আবিষ্কার হবে। কী নির্ভুল কুরআনের বক্তব্য, তাই না?

৪. ভিডিও ক্যামেরা (VIDEO Camera)

স্যাটেলাইট (Sattelite) থেকে ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে ছবি নিয়ে কোনো ঘটনা সংরক্ষণ করে রাখার প্রযুক্তি মানুষের আয়ত্তে এসেছে অল্প দিন আগে।

বর্তমান বিশ্বের বৃহৎ ও উন্নত দেশগুলো স্যাটেলাইট ও ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে পৃথিবীর কোন দেশে কী কী কাজ হচ্ছে, তা রেকর্ড করছে এবং সেই রেকর্ড দেখে তাদের করণীয় ঠিক করছে এবং প্রয়োজন মতো মানুষকেও তা জানাচ্ছে। এই প্রযুক্তি বর্তমানে ঘরের বাইরের বড়ো বড়ো কাজকে রেকর্ড করতে পারে। কিন্তু ঘরের মধ্যকার ছোটো ছোটো বা সূক্ষ্ম কাজকে রেকর্ড করতে পারে না।

মানুষের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের নিখুঁত ভিডিও রেকর্ড করা থাকলে, জীবনের সকল কাজ বিচার করে সঠিক পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া সহজ ও নির্ভুল হয়। আশা করি, কথাটার সাথে কেউ দ্বিমত করবে না। মহান আল্লাহ সকল মানুষের জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব কর্মকাণ্ডের ভিডিও বা উন্নত মানের রেকর্ড রাখছেন এবং সে রেকর্ড দেখিয়ে শেষ বিচারের দিন নিখুঁত বিচার করে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন।

এ তথ্যটা কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ .

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ .

সেদিন মানুষ সম্মুখ দিকে (হাশরের দিকে) আসবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে।

(সুরা আল যিলযাল/৯৯ : ৬-৮)

ব্যাখ্যা : যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় তা হলো– আয়াতগুলোতে দেখা বা দেখানো শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। পড়া বা পড়ানো শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ সেদিন আমলনামা দেখানো হবে। এখান থেকে সহজেই বোঝা যায়, শেষ বিচারের দিন জীবনের সব কর্মকাণ্ড মানুষের সামনে উপস্থাপনের প্রধানতম পদ্ধতি হবে ভিডিও রেকর্ডিং দেখানো।

কারণ–

১. ভুলে যাওয়ার জন্য কারও লিখে রাখা বিষয় আসলে সে করেছিল কি না সে ব্যাপারে ব্যক্তির মনে সন্দেহ হতে পারে।

২. ভিডিও বা আরও উন্নত রেকর্ড দেখতে পেলে ব্যক্তির মনে কাজটি নিজে করার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকবে না।

আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে– মানুষের কৃত অণু পরিমাণ কাজও দেখানো হবে। এখান থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর ভিডিও ক্যামেরা এত শক্তিশালী যে তা দিয়ে ঘরের বা বাইরের, রাতের বা দিনের, বড়ো বা ছোটো সব কাজই রেকর্ড করা যায়। আর তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারীরা (ফেরেশতাগণ) সর্বক্ষণ তা করছেন।

৫. আণবিক শক্তি (Atomic energy) ও হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin)
আণবিক শক্তি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৩০ সালে। প্রথম আণবিক পরীক্ষা করা হয় ১৬ জুলাই ১৯৪৫ সালে। আর যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে প্রথম আণবিক বোমা ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে। চলুন এখন দেখা যাক, আল কুরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এ আণবিক শক্তি ও আণবিক যুদ্ধের কথা কীভাবে ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

..... وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .....

... ... আর আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ উপকারিতা ... ...

(সুরা হাদিদ/৫৭ : ২৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে বলা হয়েছে– লোহা বা ধাতুতে (Metal) রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আল্লাহ ধাতুর মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি আছে তথ্যটা জানিয়েছেন। কিন্তু সেই প্রচণ্ড শক্তির মাত্রাটা কী তা বলেননি। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে ধাতুর মধ্যে নিহিত শক্তির মাত্রার বিষয়টি উন্মুক্ত (Open) রেখেছেন। মানব সভ্যতায় বিজ্ঞানের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ধাতুর মধ্যে থাকা শক্তির মাত্রার যে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হলো– তরবারির শক্তি > বন্দুকের শক্তি > রাইফেলের শক্তি > কামানের শক্তি > মিসাইলের শক্তি > এটম বোমার শক্তি। তাহলে সহজে বুঝা যায়, মহান আল্লাহ ১৪০০ বছর আগে ধাতুর মধ্যে নিহিত শক্তির ব্যাপারে যে শব্দটা আল কুরআনে ব্যবহার করেছেন, তাতে মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী আণবিক শক্তির ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। মানুষ পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার করেছে ১৯৪৫ সনে।

আয়াতে কারীমার উল্লিখিত অংশের শেষে আল্লাহ বলেছেন লোহার মধ্যে রয়েছে অনেক কল্যাণ। লোহার কল্যাণ বলতে সাধারণভাবে বোঝা যায় লোহা দিয়ে তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, দা-খুন্তি, বিভিন্ন বাহন, অস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিস। কিন্তু লোহার প্রধান কল্যাণটি উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে চিকিৎসা

বিদ্যায় রক্তের হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) আবিষ্কারের পর। লোহিত কণিকা (Red Blood Cell) মানুষের শরীরে অক্সিজেন বহন করে। যে অক্সিজেন না হলে মানুষ ৪-৫ মিনিটের বেশি বেঁচে থাকতে পারে না। লোহিত কণিকার মধ্যে থাকা হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ধরে রাখার কাজটি করে। এই হিমোগ্লোবিন প্রধান উপাদান হলো লোহা (Iron)। মানুষ হিমোগ্লোবিন আবিষ্কার করেছে ১৮৭০ সনে।

৬. ক্লোনিং (Cloning)

১৯৯৮ সালে জীবের একটি কোষ থেকে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে আর একটি জীব তৈরি করার কৌশল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। ভেড়ার একটা কোষকে ক্লোনিং করে ডলি নামের একই চেহারা, লিঙ্গ এবং বয়সের আর একটি ভেড়া তৈরি করা হয়েছিল সেসময়। পৃথিবীর দ্বিতীয় মানুষ অর্থাৎ হাওয়া আ.-কে আদম আ.-এর একটি কোষ থেকে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল, এরকম ইঙ্গিতই আল্লাহ দিয়েছেন সুরা নিসার প্রথম আয়াতে। আয়াতটি হচ্ছে–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَآءً .....

হে মানুষ! তোমরা সচেতন হও তোমাদের রব সম্পর্কে। যিনি তোমাদের একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী। ... ...

(সুরা আন নিসা/৪ : ১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতটিতে প্রথমে বলেছেন– মানব জাতিকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীর সে প্রথম মানুষটি হলেন আদম আ.। এরপর বলা হয়েছে– তাঁর থেকে তাঁর জোড় (স্ত্রী) বানানো হয়েছে। এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন– আদম আ. থেকে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, ঐ উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ এবং নারী সৃষ্টি করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে বলেছেন, আদম আ. থেকে তাঁর জোড় বানিয়েছেন। তারপর বলছেন– ঐ উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী বানিয়েছেন। সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী এখান থেকে বোঝা যায়– হাওয়া আ.-কে আদম আ.-এর কোষ থেকে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বানানো হয়েছিল। এরপর আদম ও হাওয়া আ.-এর দৈহিক মিলনের মাধ্যমে অনেক পুরুষ ও নারীর (পুত্র ও কন্যা) জন্ম হয়েছে। তারপর স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক

মিলনের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের বংশ বিস্তার শুরু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

মানুষের বর্তমান জ্ঞানে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে শুধু একই চেহারা, লিঙ্গ ও বয়সের জীব বানানো যায়। কিন্তু আল্লাহর ক্লোনিংয়ের পদ্ধতিতে ভিন্ন চেহারা, লিঙ্গ ও বয়সের জীব বানানো সম্ভব হওয়া কোনো ব্যাপারই না।

কুরআনে উল্লিখিত বিজ্ঞানের যে সকল ইঙ্গিত এখনো আবিষ্কার হতে বাকি আছে তার কয়েকটি–

১. অন্য গ্রহে প্রাণীর উপস্থিতি

পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে প্রাণ আছে কি না এ বিষয়ে বিজ্ঞান গবেষণা চলছে। এখনও পর্যন্ত অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে কুরআন থেকে যা জানা যায়–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ....

আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যেসকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে আছে সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্ব। ... ...

(সুরা আশ শূরা/৪২ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে বলেছেন, তিনি পৃথিবী ও মহাকাশ এ উভয় স্থানেই জীব ছড়িয়ে রেখেছেন। এখান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়– পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহেও জীব আছে। তাই আমাদের মনে হয়, গবেষণা চালু রাখলে একদিন অন্য গ্রহেও জীব আবিষ্কৃত হবে।

২. পৃথিবীতে কথা বলতে পারা এক পাখি আসা

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ.

আর যখন ঘোষিত কথাটি (কিয়ামত) তাদের কাছে আসবে তখন আমরা মাটির ভেতর থেকে বের করব এক জীব যা তাদের সাথে কথা বলবে। কেননা মানুষ আমাদের আয়াতকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো না।

(সুরা আন নামল/২৭ : ৮২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কিয়ামতের আগে মাটির ভেতর থেকে এক জীব বের হবে যারা মানুষের সাথে কথা বলবে। এ জীবের বিষয়টিও মানব সভ্যতা এখনো জানে না।

৩. ইয়াজুজ-মাজুজ আসবে

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا . قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا . اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ط حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ط حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا لا قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا . فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ج . قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ج فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ج وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا . وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا .

তারা বলল– হে জুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজূজ ও মাজূজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাই আমরা কি আপনাকে খরচ দেবো যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেন? সে বলল, আমার রব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তা উৎকৃষ্ট, সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক প্রাচীর নির্মাণ করে দেবো। (সে বলল) তোমরা আমার কাছে লৌহপিণ্ডসমূহ নিয়ে এসো। যখন (লৌহপিণ্ড দিয়ে) দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে (দুই পাহাড়ের) সমান হলো তখন সে বলল, তোমরা (হাপরে) ফুঁ দিতে থাকো। যখন তা আগুনের মতো হয়ে গেল তখন সে বলল, তোমরা গলিত তামা আমার কাছে নিয়ে এসো আমি (তা) এর ওপর ঢেলে দেই। এরপর তারা (ইয়াজূজ ও মাজূজ) তা অতিক্রম করতে পারল না এবং তা ভেদও করতে পারল না। সে (জুলকারনাইন) বলল– এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় (কিয়ামত) আসবে তখন তিনি তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য। আর সেদিন আমরা তাদেরকে (এমনভাবে) ছেড়ে দেবো যে, একদল আরেক দলের ওপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এসে পড়বে। আর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, অতঃপর আমরা তাদের সকলকেই একত্র করব।

(সুরা আল কাহাফ/১৮ : ৯৪-৯৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়– কিয়ামতের আগে ইয়াজূজ ও মাজূজ নামের এক প্রাণী আসবে। তারা মানব সভ্যতাকে ভীষণ কষ্টে ফেলবে। পৃথিবীর কোনো পাহাড়ি এলাকায় তারা আটকানো আছে। মানুষ এখনও জানে না তারা কী ধরনের প্রাণী এবং কোথায় তারা আটকিয়ে আছে।

৩. 'বিজ্ঞান– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

বিজ্ঞান কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করার বিষয়টির সঠিকত্ব দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনার দাবি রাখে–

ক. 'সাধারণ বিজ্ঞান কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা।

খ. 'মানব শারীরবিজ্ঞান কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা।

ক. 'সাধারণ বিজ্ঞান– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

Common sense

আল কুরআনের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ হলো বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত। তাই সহজে বলা যায়– বিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে কমপক্ষে কুরআনের এক ষষ্ঠাংশ জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানো অসম্ভব।

♣♣ তাহলে ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করতে সাধারণ বিজ্ঞান সহায়তা করে তথ্যটি কমপক্ষে কুরআনের ১/৬ অংশের ব্যাপারে সঠিক।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

আরবী ভাষায় লিখিত অধ্যয়নের একটি গ্রন্থ, যার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণিত হয়েছে, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

(সুরা হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩)

তথ্য-১.২

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ... ...

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী সংবলিত কিতাব যার বাণীসমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ (পরিপূরক) এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিক বা ব্যাখ্যাসহ) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। ... ... (সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৩)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিসহ আরও আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআনের একটি আয়াত আর একটি আয়াতের ব্যাখ্যা। তাই কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। তবে আল্লাহ তা'য়ালা আরবী ব্যাকরণ, না অন্যকিছুর সাহায্যে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন তা আয়াত দুটি থেকে জানা যায় না।

তথ্য-২

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

আর নিশ্চয় আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– কুরআনকে বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার জন্য যত ধরনের উদাহরণ আছে তার সবগুলোকে মহান আল্লাহ কুরআনে ব্যবহার করেছেন। তথ্যটির ভিত্তিতে তাহলে বলা যায়– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য সকল ধরনের উদাহরণ ব্যবহার করতে হবে।

তথ্য-৩

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল ধরনের উদাহরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ।

(সুরা আল কাহাফ/১৮ : ৫৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে বলা হয়েছে– কুরআনকে বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকল ধরনের উদাহরণ মহান আল্লাহ বিস্তারিতভাবে কুরআনে ব্যবহার করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে, মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ। কথাটির মাধ্যমে জানানো হয়েছে– কুরআনকে বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার জন্য উদাহরণ ব্যবহারের বিষয়টিসহ কুরআনে বলা অধিকাংশ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে মানুষ পথভ্রষ্ট হয় বা হবে।

তাই বলা যায়, আয়াতটির শিক্ষা হলো–

- কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য সকল ধরনের উদাহরণ ব্যবহার করতে হবে।

- মানুষ কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য উদাহরণ ব্যবহারের বিষয়টি ইবলিসের প্রতারণায় বা না বুঝে গ্রহণ করে না।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কুরআন বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যে সকল বিষয়ের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন তা হলো–

১. মানব শারীরবিজ্ঞান।
২. জীববিজ্ঞান।
৩. মহাকাশবিজ্ঞান।
৪. উদ্ভিদবিজ্ঞান।
৫. সাধারণ বিজ্ঞান।
৬. সাধারণ জ্ঞান।
৭. সত্য ঘটনা (ঐতিহাসিক ও সাধারণ)।
৮. সত্য কাহিনি (ঐতিহাসিক ও সাধারণ)।

তথ্য-৪

..... وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ.

... ... আর উলুল আলবাবগণ ছাড়া কেউ (কুরআন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট) শিক্ষালাভ করে না।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির সরাসরি কথা হলো– শুধুমাত্র উলুল আলবাবগণ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বা করতে পারে। কিন্তু শিক্ষা নেওয়া বিষয়ক অন্য আয়াতের সাথে মেলালে আয়াতটির শিক্ষা দাঁড়ায়– শুধুমাত্র উলুল আলবাবগণ কুরআন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

যারা কুরআন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তারা সঠিক আমল করতে পারবে এবং সর্বোৎকৃষ্টভাবে অপরকে কুরআন শিক্ষা দিতেও পারবে– এটি একটি সহজ বোধগম্য কথা। তাই উলুল আলবাব বলতে মহান আল্লাহ কাদেরকে বুঝিয়েছেন তা সকল মুসলিমের ভালোভাবে জানা ও বোঝা দরকার।

উলুল আলবাব কারা সেটি আল্লাহ জানিয়েছেন এভাবে–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي

الْأَلْبَابِ. الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ .....

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যারা (উলুল আলবাবগণ) দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে আল্লাহর যিক্‌র করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে ... ...

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৯০-১৯১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে উলিল আলবাবদের ২টি গুণের কথা বলা হয়েছে–

১. দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা।
অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চলা। কুরআন ও সুন্নাহর ভালো জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এটি সম্ভব নয়। অর্থাৎ তারা প্রকৃত মুসলিম।

২. যারা মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। অর্থাৎ তারা বিজ্ঞানী।

তাই আয়াতটি অনুযায়ী উলিল আলবাব হলেন প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। সুতরাং আয়াত তিনটির বক্তব্য হলো– শুধুমাত্র প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ সর্বোৎকৃষ্টভাবে কুরআন জানতে, বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে ও শেখাতে পারবে। তাই আয়াত তিনটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষা বা উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্য-৫

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ.

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি?' অংশের ব্যাখ্যা– বাচন ভঙ্গিটির ধরন হলো তিরস্কারের। তাই আয়াতাংশে পৃথিবী ভ্রমণ না করার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবী ভ্রমণ না করা কবীরা (বড়ো) গুনাহ। আর ইতিবাচক করে বললে পৃথিবী ভ্রমণ করা বাধ্যতামূলক (ফরজ)। আর পৃথিবী ভ্রমণ করা বলতে শুধু বিদেশ ভ্রমণ করা বুঝায় না। পাশের গ্রামে যাওয়াও এক ধরনের পৃথিবী ভ্রমণ।

'তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দিয়ে (কুরআন) বুঝতে পারতো' অংশের ব্যাখ্যা– এ কথার ব্যাখ্যা এটি নয় যে, পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন দেশ বা স্থানের মানুষের কাছ থেকে সরাসরি কুরআন শেখা যায়। কারণ কুরআন শেখানোর জন্য আল্লাহর নিয়োগকৃত মানুষ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. তখন মদিনায় উপস্থিত ছিলেন।

পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জেনে ও দেখে মনে থাকা Common sense বিভিন্ন দিক দিয়ে উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-সম্পন্ন ব্যক্তি কুরআন পড়ে সহজে বুঝতে পারে।

'আর এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে (কুরআন) শুনতে পারতো' অংশের ব্যাখ্যা– পৃথিবী ভ্রমণ করলে উপরিউক্তভাবে উৎকর্ষিত Common sense-সম্পন্ন ব্যক্তি কুরআন শুনে সহজে বুঝতে পারে।

'প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)' অংশের ব্যাখ্যা– এটি সৃষ্টিতত্ত্বের মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। তথ্যটি হলো– মানুষের সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনে থাকে জ্ঞানের শক্তি Common sense। ঐ Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে মানুষ কোনো বিষয় দেখে বা শুনে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারে না। ইংরেজিতে কথাটিকে বলা হয় এভাবে– what mind does not know eye will not see।

এ তথ্যটি চিকিৎসা বিদ্যায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসা বিদ্যার প্রতিটি ছাত্রকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শিখিয়ে দেওয়া হয়– রোগের লক্ষণ (Sign and symptom) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে কখনো রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না।

তাই আলোচ্য আয়াতটির শিক্ষা হলো– পৃথিবী ভ্রমণসহ যেকোনোভাবে অর্জন করা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত করতে পারলে আল কুরআন পড়ে বা শুনে সহজে বোঝা যায়।

তাই আয়াতটি অনুযায়ীও কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষা বা উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্য-৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না– মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'নিশ্চয় আল্লাহ (কুরআন শেখানোর জন্য) মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– মহান আল্লাহ যে কাজে লজ্জা বোধ করেন না সে কাজ করা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজ)। তাই আয়াতাংশের শিক্ষা হলো– কুরআন ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ ব্যবহার করা ফরজ।

'অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয় তা তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। তাই সহজে বলা যায়– কুরআন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত এবং জীব বিজ্ঞানের সঠিক জ্ঞানের গুরুত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

তাই আয়াতাংশ অনুযায়ী– প্রাণিবিজ্ঞানের শিক্ষা বা উদাহরণ কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

'আর যারা কাফের তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– প্রাণিবিজ্ঞানের শিক্ষাকে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করা ব্যক্তি কাফির।

'এর মাধ্যমে তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– আল্লাহ অতাৎক্ষণিকভাবে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন। অর্থাৎ আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের শিক্ষা বা উদাহরণ ব্যবহার না করার কারণে অনেকে নিজে পথভ্রষ্ট হয় বা অপরকে পথভ্রষ্ট করে।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– আল্লাহ অতাৎক্ষণিকভাবে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের শিক্ষা বা উদাহরণ ব্যবহার করার কারণে অনেকে নিজে সঠিক পথ পায় বা অপরকে কুরআন সঠিকভাবে শেখাতে পারে।

'আর ফাসিকরা ছাড়া আর কাউকে তিনি এটা দিয়ে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– আল্লাহ অতাৎক্ষণিকভাবে শুধু গুনাহগার ব্যক্তিদের প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর সময় প্রাণিবিজ্ঞানের শিক্ষা বা উদাহরণ ব্যবহার করে শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা পথভ্রষ্ট হয় বা অপরকে কুরআন থেকে দূরে সরায়।

আয়াতটির সামগ্রিক শিক্ষা

কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের শিক্ষা বা উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

তথ্য-৭

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ط ....

আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যেসকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে আছে সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্ব। ... ...

(সুরা আশ শূরা/৪২ : ২৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে– মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ উভয় স্থানে যে সকল প্রাণী রয়েছে সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত অনেক বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

অর্থাৎ এ আয়াতে জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য যে সকল বিষয়ের জ্ঞান বা উদাহরণের সাহায্য নিতে বলা হয়েছে তা হলো–

১. মহাকাশ বিজ্ঞান।
২. জল বিজ্ঞান।
৩. স্থল বিজ্ঞান।
৪. জীব বিজ্ঞান।

তথ্য-৮

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত পাঠ করে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও তাদেরকে কিতাব এবং প্রজ্ঞা শেখায়। যদিও তারা এর আগে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।

(সুরা আল জুমু'য়া/৬২ : ২)

ব্যাখ্যা : অভিন্ন মূল বক্তব্য আছে– সুরা বাকারা/২ : ১৫১, সুরা বাকারা/২ : ১২৯ এবং আলে ইমরান/৩ : ১৬৪। আয়াত ৪টিতে রসুল স. যোগ্য জনশক্তি গঠন করার জন্য যে ৪টি কাজ করতেন তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কাজ ৪টি হলো–

১. কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনানো

রসুল স.-এর সামনে ছিলেন আরব সাহাবীগণ। তাই কুরআন তিলাওয়াত শুনলে তাঁরা প্রায় শতভাগ সাধারণভাবে বুঝে যেতেন। আর তাই রসুল স. প্রথমে মানুষকে কুরআনের সাধারণ জ্ঞান শেখাতেন।

২. মু'মিনদের পরিশুদ্ধ করা

রসুল স. কুরআনের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে মু'মিনদের জীবন ঢেলে সাজাতেন। অর্থাৎ রসুল স. কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে মু'মিনদের গঠন করতেন।

৩. কুরআন শিক্ষা দেওয়া

তেলাওয়াত শুনার পর কুরআনের অতি অল্পসংখ্যক যে বক্তব্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতো সেগুলো রসূল স. কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন।

৪. হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা) শিক্ষা দেওয়া

হিকমাহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তির উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

তাহলে দেখা যায়– রসুল স. মানুষ গঠনের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এ জন্য মুসলিমরা প্রথম কয়েকশত বছর পৃথিবীতে বিজ্ঞানের সকল শাখায় শ্রেষ্ঠ ছিল এবং অন্য জাতির লোকেরা বিজ্ঞান শিখতে মুসলিমদের কাছে আসত।

তথ্য-৯

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ....

আর তোমরা (বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে) তাদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্বরোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন। ... ...

(সুরা আল আনফাল/৮ : ৬০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির আদেশ মানার জন্য সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞান জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো অপরিহার্য।

তথ্য-১০

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ .
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ .

সেদিন মানুষ সম্মুখ দিকে (হাশরের দিকে) আসবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে।

(সুরা আল যিলযাল/৯৯ : ৬-৮)

ব্যাখ্যা : ভিডিও ক্যামেরার জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিদের পক্ষে আয়াতটির 'আমল দেখানো হবে' অর্থাৎ কাজ শেষ হওয়ার বহুকাল পর আবার তা দেখানোর বিষয়টি বোঝা অসম্ভব। বাস্তবেও অতীতের মনীষীগণের লেখা বইয়ে আয়তগুলোর ব্যাখ্যা যথাযথভাবে আসেনি। তবে এটি তাঁদের দোষ নয়। এটি সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা।

তথ্য-১১

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ . تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

তুমি কি দেখোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন? কালিমায়ে তাইয়্যেবা হলো একটি উত্তম গাছ, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। তা (কালিমা তাইয়্যেবা) প্রত্যেক মওসুমে তার রবের (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে তার ফলদান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণ উপস্থাপন করে থাকেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

(সুরা ইবরাহীম/১৪ : ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা নিজে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণটির মাধ্যমে কালিমা তাইয়্যেবার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যা বোঝানো হয়েছে–

১. একটি সুন্দর গাছ– কালিমা তাইয়্যেবা একটি কল্যাণময় বাক্য।
২. মূল সুদৃঢ়– কালিমা তাইয়্যেবার মূল কুরআন ও সুন্নাহ।
৩. শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত– কালিমা তাইয়্যেবার শিক্ষা বা ব্যাখ্যা ব্যাপক।
৪. প্রত্যেক মওসুমে তার রবের অনুমতিক্রমে ফলদান করে– কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষা মানুষকে নানাভাবে উপকৃত করে।

আল্লাহ তা'য়ালার এ কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বলা যায়– উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষা বা উদাহরণ কুরআন ব্যাখ্যা বা বোঝানোর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

♦♦ আল কুরআনের উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করতে সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র/নীতিমালা অনুযায়ী তাহলে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করতে সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

খ. 'মানব শারীরবিজ্ঞান– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

♦ বিষয়বস্তু অভিন্ন হওয়ার দৃষ্টিকোণ

কুরআনের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো মানুষ। তাই কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে–

১. মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয়, পারলৌকিক জীবন ইত্যাদি।

২. মানুষের Embryology, Anatomy, Physiology, Psychology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি।

আর কুরআনে যে সকল আমল (কাজ) মানুষকে পালন করতে বলা হয়েছে তা মানুষের Anatomy, Physiology, Psychology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Limitations ইত্যাদির দিকে খেয়াল রেখে বলা হয়েছে। এ কথাটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ....

আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত (বোঝা) চাপিয়ে দেন না। ... ...
(সুরা আল বাকারা/২ : ২৮৬)

অন্যদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex,

Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি নিয়ে।

তাহলে দেখা যায় কুরআন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু অভিন্ন তথা মানুষ। তবে কুরআনে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের দিকের তুলনায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয় ও পারলৌকিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশি আলোচনা করা হয়েছে। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানে আলোচনা আছে শুধু মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের দিক নিয়ে। তাই Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়, কুরআন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্য ও নীতিমালার মধ্যে ব্যাপক মিল থাকবে। আর তাই একটির তথ্য ও নীতিমালা জানা থাকলে অন্যটির তথ্য ও নীতিমালা জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো সহজ হবে।

দৃষ্টিকোণ-২

♦ কিছু না কিছু জ্ঞান থাকার দৃষ্টিকোণ

প্রত্যেক মানুষের চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু না কিছু জ্ঞান বা উপলব্ধি আছে। কারণ– নিজের, পরিবারের বা বন্ধু-বান্ধবদের জন্য জীবনে একবারও চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়নি এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। তাই অন্য উদাহরণের চেয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে।

দৃষ্টিকোণ-৩

♦ ব্যক্তি মানুষের সরাসরি কল্যাণকর হওয়ার দৃষ্টিকোণ

চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাই অন্য বিজ্ঞানের উদাহরণের চেয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ মানুষ–

১. অধিক জানতে চায়।

২. বেশি মনযোগ দিয়ে শোনে।

♦♦ Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করতে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী তাই ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করতে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ....

আর আমরা কুরআনে এমন বিষয় অবতীর্ণ করি যা মু'মিনদের জন্য (বিভিন্ন বিষয়ের) চিকিৎসা ও রহমত।

(বনী ইসরাইল/১৭ : ৮২)

তথ্য-১.২

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ .

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে উপদেশ এসেছে। আর তোমাদের সম্মুখ ব্রেইনে (অবস্থিত মনে) যা আছে তার নিরাময়কারী এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৫৭)

তথ্য-১.৩

.... قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ....

বলো, মু'মিনদের জন্য এটা পথনির্দেশিকা (Manual) ও নিরাময়কারী।

(সুরা হা-মিম-আস সিজদাহ/৪১ : ৪৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াত থেকে জানা যায় আল কুরআনে মানুষের চিকিৎসা বিষয়ক অনেক তথ্য আছে। তাই এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআনের তথ্য ও নীতিমালার সাথে মানব শারীরবিজ্ঞানের তথ্য ও নীতিমালার অনেক মিল থাকবে।

এ জন্য মানব শারীরবিজ্ঞানের তথ্য ও নীতিমালা জানা থাকলে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানো নির্ভুল ও সহজ হয়। তাই কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করতে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি।

তথ্য-২

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

পড়ো, (অধ্যয়ন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' থেকে। পড়ো (অধ্যয়ন করো), আর তোমার রব মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। (কুরআনের মাধ্যমে) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে আগে জানতো না।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের এ পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়। এরপর বেশ কয়েক মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল। প্রথম আয়াতটির বিষয় অনির্দিষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর তা হলো মানব ভ্রূণ তত্ত্বের বিষয়। তাই দেখা যায়– মানব শারীরবিজ্ঞানকে মহান আল্লাহ কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে স্থান দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বিনা কারণে কোনো কাজ করার ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাই আল্লাহ তা'য়ালার এ কর্মপদ্ধতির মধ্যে নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ আছে।

আয়াত পাঁচটিতে শুধু জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনে সহায়তাকারী বিষয়ের (কলম) কথা বলা হয়েছে। শেষ আয়াতটিতে কুরআনের জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। তাই মানব শারীরবিজ্ঞানকে কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে মহান আল্লাহ এ কথাটিই জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করতে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি।

তথ্য-৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ . ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ .....

আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির মূল উপাদান থেকে। অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা ফোঁটার আকৃতি দিয়ে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ু)। পরে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) ফোঁটাকে পরিণত করি 'আলাকা'-তে, অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আলাকাকে পরিণত করি 'মুদগা'-তে, অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) মুদগা থেকে অস্থি তৈরি করি, তারপর অস্থিকে আচ্ছাদিত করি মাংস দিয়ে। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি স্বতন্ত্র এক সৃষ্টিরূপে। ... ...

(সুরা আল মু'মিনুন/২৩ : ১২-১৪)

ব্যাখ্যা : মানব শারীরবিজ্ঞানের বর্তমান যুগের জ্ঞান জানা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে আয়াত তিনটির ওপরে বর্ণিত অনুবাদ ও তাফসীর তথা সঠিক অনুবাদ ও তাফসীর করা অসম্ভব।

❖ **৬০-৬১ নং পৃষ্ঠায় ছবি দেওয়া হয়েছে।**

তথ্য-৫

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ....

হে মানুষ! তোমরা সচেতন হও তোমাদের রব সম্পর্কে। যিনি তোমাদের একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকে তার জুড়ি (হাওয়া আ.) সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী। ... .. (সুরা আন নিসা/৪ : ১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আদম আ. থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব শারীরবিজ্ঞান অনুযায়ী বলা যায়– এ সৃষ্টি হয়েছিল ক্লোনিং-এর মাধ্যমে। মানব শারীরবিজ্ঞানের ক্লোনিং জানা ব্যক্তি ছাড়া কারও পক্ষে আয়াতটির এ ব্যাখ্যা করা বা বুঝানো তথা সঠিক অনুবাদ করা বা বুঝানো অসম্ভব।

তথ্য-৬

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ.

তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর (মৃত্যুর) একটি অনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন। আর (বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী মৃত্যুর) একটি সুনির্দিষ্ট সময় তার কাছে নির্ধারিত রয়েছে। এরপরও তোমরা সন্দেহ করো? (সুরা আল আনআম/৬ : ২)

ব্যাখ্যা : মানব শারীরবিজ্ঞানের বর্তমান যুগের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিদের পক্ষে আয়াতটির ওপরে বর্ণিত অনুবাদ ও তার তাফসীর করা তথা সঠিক অনুবাদ ও তাফসীর করা কল্পনা বিলাস।

তথ্য-৭

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.

সে (মুসা) বলল, হে আমার রব! আমার জন্য আমার সম্মুখ ব্রেইনকে (সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনকে) উন্মুক্ত করে দিন। (সুরা ত্ব-হা/২০ : ২৫)

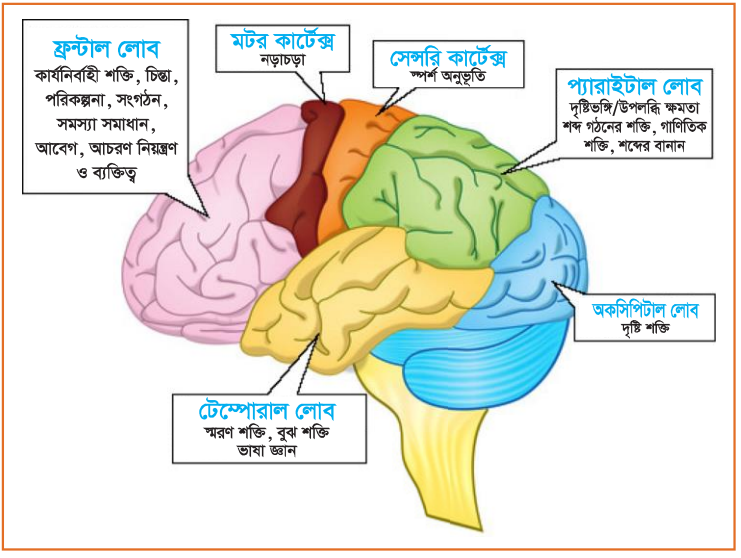

ব্যাখ্যা : মানষের সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনে থাকে জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/বিবেক, চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণ শক্তি, কার্যনির্বাহি শক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সমস্যা সমাধান শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, আচরণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি, স্মরণশক্তি, বুঝশক্তি, ভাষাশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি, শব্দগঠন শক্তি, গাণিতিক শক্তি, বানান শক্তি এবং আচার-আচরণমুলক শক্তি, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, কোমলতা, কঠোরতা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার, দুঃখ-কষ্ট অনুভুতি ইত্যাদি।

তাই আয়াতটি তিলাওয়াত করার অর্থ হলো মনের উপরিউক্ত বিষয়গুলো প্রশস্ত করে দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

আর তাই আয়াতটির ওপরে বর্ণিত অনুবাদ ও তাফসীর তথা প্রকৃত অনুবাদ ও তাফসীর করতে হলে অবশ্যই মানব শারীরবিজ্ঞানের বর্তমান যুগের জ্ঞান থাকতে হবে।

তথ্য-৮

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ . الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ . .

আমরা কি তোমার জন্য তোমার সম্মুখ ব্রেইনকে (সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনকে) উন্মুক্ত করে দেইনি? আর এর মাধ্যমে আমরা হালকা করেছি তোমার (মনের) বোঝাকে। যা তোমার মেরুদণ্ডকে নুইয়ে দিচ্ছিলো।

(সুরা আল ইনশিরাহ/৯৪ : ১-৩)

ব্যাখ্যা : আয়াত তিনটির প্রকৃত অনুবাদ ও তাফসীর করতে হলে ৭নং তথ্যের ব্যাখ্যায় বর্ণিত মানব শারীরবিজ্ঞানের বর্তমান যুগের জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে।

তথ্য-৯

. . . . . وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ . . . . . .

... ... আর আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ উপকারিতা ... ... (সুরা আল হাদিদ/৫৭ : ২৫)

ব্যাখ্যা : বর্তমান যুগ অনুযায়ী–

- লোহার প্রচণ্ড শক্তি হলো পারমানবিক শক্তি।
- লোহার সবচেয়ে বড়ো কল্যাণ রক্তের লোহিত কণিকায় থাকা হিমোগ্লোবিন তৈরির একটি প্রধান উপাদান হওয়া।

আয়াতটির ওপরে বর্ণিত তথা প্রকৃত অনুবাদ ও তাফসীর করতে হলে সাধারণ ও মানব শারীরবিজ্ঞানের বর্তমান যুগের জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে।

তথ্য-১০

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ .

আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার

গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির 'আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের বুক ও কোমরের হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের পিঠের দিক (যুহুর) থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন' কথাটির মাধ্যমে মায়ের পেটে থাকার প্রথম দিকে ভ্রূণের এনাটমিকাল অবস্থান জানানো হয়েছে। ছবি দেখুন–

আয়াতটির প্রকৃত অনুবাদ ও তাফসীর (ওপরে উল্লিখিত) করতে হলে মানব শারীরবিজ্ঞানের বর্তমান যুগের জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে।

তথ্য-১১

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ .....

আর কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনা-সামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন। (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) শুধু ওহী-এর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরালে থেকে অথবা প্রেরিত দূতের

(জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন। ... ... (সুরা শুরা/৪২ : ৫১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে সামনা-সামনি কথা আদান-প্রদান করবেন। আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে শুধু–

১. ওহী তথা ক্ষুদে বার্তা/SMS আদান-প্রদানের মাধ্যমে।
২. পর্দার অন্তরালে থেকে।
৩. প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

নবী-রাসুলগণ উল্লিখিত তিনটি উপায়ে আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান করেছেন। আর সাধারণ মানুষের জন্য আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদানের উপায় হলো ক্ষুদে বার্তা/SMS আদান-প্রদান।

◆ আয়াতটির উল্লিখিত ব্যাখ্যা করতে যে সকল বিষয় অবশ্যই জানা থাকতে হবে–
১. মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি।
২. আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর)।
৩. মানুষের ব্রেইন কীভাবে কাজ করে তথা মানব শারীরবিজ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার উপায়' (গবেষণা সিরিজ-৪০) নামক বইটিতে।

তথ্য-১২

مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ .

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর আসা কোনো বিপদ এমন নেই যা একটি কিতাবে নেই এবং আমরা আগে তা প্রণয়ন করে রেখেছি। নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। (সুরা হাদীদ/৫৭ : ২২)

قُلۡ لَّنۡ يُّصِيۡبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوۡلٰٮنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ .

বলো– আমাদের জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু কখনই হবে না। তিনি আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত। (সুরা আত তাওবা/৯ : ৫১)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ....

আর আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যুর অবধারিত মেয়াদ লিখিত আছে (উম্মুল কিতাবে)। ... ...

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৪৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে– আল্লাহর কাছে থাকা কিতাবে (উম্মুল কিতাব) একটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বড়ো, ছোটো, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র যত অনুঘটক আছে তার সবগুলো বিবেচনায় এনে যতগুলো (কোটি, কোটি) পরিণতি বা ফল হওয়া সম্ভব তার সবগুলো লেখা আছে। তাই বিষয়টি যেভাবেই ঘটুক ঐ লেখার বাইরের কোনো পরিণতি বা ফল ঘটবে না।

আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য যে বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে–

১. আল্লাহর কাছে থাকা প্রতিটি মানুষের শনাক্তকারী নাম (DNA CODE)।
২. প্রত্যেকে মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া (Hereditary) বিষয়ের বিভিন্ন দিক।
৩. মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিভিন্ন দিক।
৪. একটি কাজের ফলাফল বা পরিণতির সাথে জড়িত থাকা বড়ো, ছোটো, ক্ষুদ্র (Microscopic) অনুঘটক (Factor)-সমূহ।
৫. বিজগণিতের Permutation combination।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা (গবেষণা সিরিজ-১৭) নামক বইটিতে।

♦♦ উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করতে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি।

♣♣ তাই ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করতে মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। আর সে গুরুত্ব অন্য বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى يَعْرِفُ الْاِنْسَانُ رَبَّهٗ قَالَ اِذَا عَرَفَ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَرَاعٰى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْعٍ.

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসুলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রসুল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চিনবে? রসুলুল্লাহ স. বললেন– যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অতঃপর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনীষীদের মতপার্থক্য আছে।
- হাদীসটির মতন–
  - সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩নং আয়াত এবং সুরা যারিয়াতের ২০ ও ২১ নং আয়াতের সরাসরি ব্যাখ্যা বললেও বেশি বলা হবে না।
  - ওপরের সহীহ হাদীসগুলোর পরিপূরক।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসুল স. বলেছেন– যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে। রবকে চেনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা।

আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক হলো–

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।

২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Behavior, Intellectuality, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Sex, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার দ্বিতীয় দিকটি সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভরশীল।

তাই এ হাদীস অনুযায়ী রবকে চেনা তথা কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য মানব শারীরবিজ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

৪. 'বিজ্ঞান– হাদীস জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

বিষয়টিও আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব–

ক. 'সাধারণ বিজ্ঞান হাদীস জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা।

খ. মানব শারীরবিজ্ঞান হাদীস জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা।

ক. 'সাধারণ বিজ্ঞান– হাদীস জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ... ... ... عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

ইমাম মুসলিম রহ. ওকবা ইবনে আমের রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হারুন বিন মা'রুফ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন–
ওকবা ইবনে আমের রা. বলেন, আমি রসূল স.-কে মসজিদে নববীর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে সুরা আনফালের ৬০ আয়াত

[وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ... ...

আর তোমরা (বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে) তাদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্বরোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন। ... ...] তিলাওয়াত করার পর বলতে শুনেছি– তোমরা শত্রুদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত করে রাখো। জেনে রাখো প্রকৃত শক্তি হলো নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো নিক্ষেপ করা!

- মুসলিম, আস-সহীহ, ৫০৫৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শিক্ষা–

১. হাদীসটির প্রথমে সুরা আনফালের ৬০ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে রসুল স. শত্রুদের জন্য সকল ধরনের বস্তুগত শক্তি (অর্থনৈতিক, প্রচার, ট্যাংক, যুদ্ধ বিমান, সাবমেরিন, সাধারণ

বোমা, আণবিক বোমা ইত্যাদি) প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন। আর ঐ শক্তিগুলোর মান ও পরিমাণ এমন হবে যা জেনে জানা-অজানা শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। বিজ্ঞান ছাড়া এটি অসম্ভব।

২. হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে– প্রকৃত শক্তি হলো নিক্ষেপ করা। গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কথাটি তিনবার বলা হয়েছে। রসুল স.-এর যুগের সবচেয়ে উন্নত মানের যুদ্ধাস্ত্র ছিল তীর। বর্তমান যুগের তীর তথা ক্ষেপণাস্ত্র হলো– রাইফেল, কামান, মিসাইল ইত্যাদি। বিজ্ঞান ছাড়া এ শক্তি প্রস্তুত করা অসম্ভব।

♦♦ হাদীসটি বোঝা, ব্যাখ্যা করা, বোঝানো এবং হাদীসটির উপদেশ বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে সাধারণ বিজ্ঞান জানা অপরিহার্য।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابن ماجه ..... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ..... عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. ওকবা ইবনে আমের আল জুহানী রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবু বকর বিন আবী শাইবা থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন– ওকবা ইবনে আমের আল জুহানী রা. বলেন, তিনি রসূল স.-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা এক তীরের মাধ্যমে তিন ধরনের লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন– তীরের প্রস্তুতকারী যে সাওয়াবের নিয়াতে তা তৈরি করে, তীর নিক্ষেপণকারী এবং তীর প্রদানকারী। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজী ও সাওয়ারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। অবশ্য তোমাদের তীর প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ আমার কাছে সাওয়ারী প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। মানুষের সকল প্রকার খেল-তামাশা বাতিল ও অন্যায়। ব্যতিক্রম হলো– ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা, ঘোড়াকে যুদ্ধের শিষ্টাচার প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। আবু দাউদ ও দারেমী এ কথাটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা বলেছেন– যে ব্যক্তি তীরন্দাজী

শিক্ষা করার পর অবহেলা বা অনীহা করে তা পরিত্যাগ করে সে যেন আল্লাহর একটি নিয়ামত পরিত্যাগ করলো অথবা তিনি বলেছেন, সে আল্লাহর একটি নিয়ামত পরিত্যাগ করলো।

- ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং- ২৮১১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে তীর তথা ক্ষেপণাস্ত্রের গুরুত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসটি থেকে যা জানা যায়–

১. ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিকারী, নিক্ষেপকারী ও যোগান দাতা জান্নাত পাবে। অর্থাৎ ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।
২. ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ, সাওয়ারী প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ক্ষেপণাস্ত্র অন্য যুদ্ধাস্ত্রের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

◆◆ হাদীসটি বোঝা, ব্যাখ্যা করা, বোঝানো এবং হাদীসটির উপদেশ বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে সাধারণ বিজ্ঞান জানা অপরিহার্য।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِرْمِذِي ... ... حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ... ... عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.

ইমাম তিরমিজি রহ. আবু খিজামাহ রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ইবনে আবী ওমর রহ. থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন– আবু খোজামা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন রসূল স.-কে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি, ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করে থাকি বা বিভিন্ন উপায়ে আমরা যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি, তা কি ফলাফলের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে? রসূল স. বললেন, তোমাদের ঐ সকল চেষ্টাও আল্লাহ নির্ধারিত প্রোগ্রামের (কদর) অন্তর্গত।

- তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং ২০৬৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে রসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন– রোগ নিরাময়ের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের যে চেষ্টা-সাধনা করে তাতে রোগ নিরাময় হবে কি হবে না, তা নির্ভর করে আল্লাহ নির্ধারিত প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইনের ওপর। যদি চেষ্টা-সাধনা আল্লাহ নির্ধারিত নিরাময় হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী হয় তবে রোগ সেরে উঠবে। অন্যথায় নয়।

♦♦ হাদীসটি বোঝা, ব্যাখ্যা করা, বোঝানো এবং হাদীসটির উপদেশ বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে কম্পিউটার বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকতে হবে।

খ. 'মানব শারীরবিজ্ঞান– হাদীস জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানো নির্ভুল ও সহজ করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِي..... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবন্ উমার রা. বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন 'গরগরা' আসার পূর্ব পর্যন্ত।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস ং- ৩৫৩৭।
- হাদীসটির সনদ (হাসান) এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মৃত্যুর আগে মানুষের জ্ঞান যখন অর্ধেক বা পুরো লোপ পায় (Semi Coma or Coma) তখন গলায় লালা জমে যায়। তাই নিঃশ্বাস আসা যাওয়ার সময় গলায় 'গরগরা' শব্দ হয়। গলায় এ শব্দ আসার পর মানুষ অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি গলায় গরগরা শব্দের পর মেশিনের সাহায্যে মানুষকে কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখাও যেতে পারে। কিন্তু গলায় গরগরা শব্দ আসার পর, ভালো বা খারাপ কোনো কাজ করার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি বা শক্তি মানুষের থাকে না।

তাই হাদীসটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে– তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হলো মৃত্যু আসা বা ঘটার এমন সময় আগে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ আছে যে, চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/ অপরাধমূলক কাজ সে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না। হাদীসটির এ ব্যাখ্যা মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে কেউ করতে পারবে না।

হাদীসটির প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো– মৃত্যু ঘটার পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে। এ ব্যাখ্যার কারণে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের কৃত তাওবা কবুল হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না যদি সঠিক ব্যাখ্যাটি চালু না করা যায়।

♦♦ হাদীসটি বোঝা, ব্যাখ্যা করা, বোঝানো এবং হাদীসটির উপদেশ বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে মানব শারীরবিজ্ঞান জানা অপরিহার্য।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ...حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ... ... ...عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

ইমাম মুসলিম রহ. নুমান বিন বশীর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– নোমান বিন বশীর রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, (রাবী বলেন) এ সময় নোমান তার আঙুল দুটি দিয়ে কানের দিকে ইশারা করেন, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুইয়ের মাঝে আছে অনেক অস্পষ্ট বিষয়, যার (প্রকৃত অবস্থা) অনেকেই জানে না। যে সেই অস্পষ্ট বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে অস্পষ্ট বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের মতো– যে তার পশুগুলো বাদশাহ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখো প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। **আরও জেনে রাখো শরীরের মধ্যে একটি দাঁতের কামড়ের ছাপযুক্ত আশবিহিন অঙ্গ (ব্রেইন) রয়েছে যা সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ থাকে। আর তা অসুস্থ হলে পুরো শরীর যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিণত হয়। জেনে রাখো, সেটি হলো (সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত) মন (ক্বলব)।**

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪১৭৮।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের সঠিক অনুবাদ (যেটি এখানে লেখা হয়েছে) ও ব্যাখ্যা মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিদের পক্ষে করা অসম্ভব।

মাথায় থাকা ব্রেইন পুরো নষ্ট হলে (Clinical dead) পুরো শরীর ব্যক্তিটির জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিণত হয়। কারণ, অন্য কেউ না করিয়ে দিলে সে কিছুই করতে পারে না। আর শুধু সম্মুখ ব্রেইন কাজ না করলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। তখন সে সমাজের জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিণত হয়।

পক্ষান্তরে বুকে থাকা হৃৎপিণ্ড পুরো নষ্ট হলে (Severe heart attach) মানুষটি সাথে সাথে মারা যায়। তখন মানুষ বলে মানুষটির শান্তির মৃত্যু হয়েছে। আর হৃৎপিণ্ড কিছুটা নষ্ট হলে বুকে ব্যাথা হয় কিন্তু পুরো শরীর ব্যক্তিটির জন্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তুতে (ফাছাদ) পরিণত হয় না।

◆◆ এ হাদীসটি বোঝা, ব্যাখ্যা করা, বোঝানো এবং হাদীসটির উপদেশ বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলেও মানব শারীরবিজ্ঞান জানা অপরিহার্য।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ..... حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ.....

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

ইমাম মুসলিম রহ. নুওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হাতেম বিন মাইমুন থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– নাওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন– নেকী হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো সেটি যা তোমার **সম্মুখ ব্রেইনে (অবস্থিত মনে)** সন্দেহ বা সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে জানুক তা তুমি অপছন্দ করো।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ২৫৫৩

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির সদর শব্দের সঠিক অনুবাদ (যেটি এখানে লেখা হয়েছে) মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে কেউ করতে পারবে না।

♦♦ এ হাদীসটি বোঝা, ব্যাখ্যা করা, বোঝানো এবং হাদীসটির উপদেশ বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলেও মানব শারীরবিজ্ঞান জানা অপরিহার্য।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ .... حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ .... عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ : قَالَتِ الْأَعْرَابُ : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ : نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ : دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ : الْهَرَمُ .

ইমাম তিরমিযি রহ. উসামা বিন শরীক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি বিশর বিন মুয়া'জ আল-আকাদী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– উসামা বিন শরীক রা. বলেন, একদিন আমি রসূল স.-এর সাথে ছিলাম। তখন কিছু আরব এসে রসূল স.-কে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি রোগের জন্য ঔষধ গ্রহণ করব?' উত্তরে রসূল স. বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঔষধ গ্রহণ করবে। আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি, শুধু একটি রোগ ছাড়া।' তারা জিজ্ঞাসা করল, সেটি কী? তিনি বললেন– সেটি হলো বার্ধক্য।

♦ তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-২০৩৮।
♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির *الْهَرَمُ* শব্দের সঠিক অনুবাদ (যেটি এখানে লেখা হয়েছে) মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তির জন্য করা অসম্ভব।

♦♦ এ হাদীসটি বোঝা, ব্যাখ্যা করা, বোঝানো এবং হাদীসটির উপদেশ বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলেও মানব শারীরবিজ্ঞান জানা অপরিহার্য।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى .... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً .

ইমাম বুখারী রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন মুসান্না থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা.

বলেন– রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি।

- ◆ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৫৩৫৪।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

◆◆ হাদীসটির শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে মানব শারীরবিজ্ঞান জানা অপরিহার্য।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم..... عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ইমাম মুসলিম রহ. জাবের রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হারুন বিন মা'রুফ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবের রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– সকল রোগের জন্য ঔষধ (চিকিৎসা) আছে। যখন সঠিক ঔষধ রোগের জন্য প্রয়োগ করা হয় তখন রোগী আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় সেরে উঠে।

- ◆ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৫৮৭১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

◆◆ হাদীস দুটির শিক্ষা বুঝতে ও বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে মানব শারীরবিজ্ঞান জানা অপরিহার্য।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم..... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

ইমাম বুখারী রহ. 'আবদুল্লাহ বিনি 'আমর বিন 'আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে 'ইলম' উঠিয়ে নেবেন না। বস্তুত (প্রকৃত) আলিমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম

উঠিয়ে নেওয়া হবে। যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ জাহিলদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ১০০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসখানির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক সরাসরি কুরআনের অক্ষর বা আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে না।

'আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে কুরআনের প্রকৃত আলিম না থাকার কারণে। এটি ঘটবে– ষড়যন্ত্রকারীদের জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালা পরিবর্তন করে দেওয়ার কারণে। পরিবর্তন এতো গভীর হবে যে– ঐ উৎস ও নীতিমালার ভিত্তিতে যারা পড়াশুনা করবে তারা কুরআন তথা ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানী হবে না।

'যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ জাহিলদেরকে মাথা হিসেবে গ্রহণ করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : মানুষের মাথা হলো জ্ঞানের আধার। কারণ, মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain) থাকে জ্ঞান। তাই এ অংশের ব্যাখ্যা হবে– যখন কোনো প্রকৃত আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল (Non-sense) অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে।

'তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে, জ্ঞান না থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ভুল উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করা ব্যক্তিদের কাছে কোনো ফতওয়া জানতে চাইলে, তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে।

'বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা অর্জন করে আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিরা–

১. ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২. অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।

তারা অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে দুইভাবে–

১. বক্তব্য, ওয়াজ-নসীহত, লেখনি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে।

২. মানুষের করা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়ে বা সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারার মাধ্যমে।

♦♦ হাদীসটির 'মাথা' শব্দের যে ব্যাখ্যা এখানে করা হয়েছে মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে কেউ তা করতে পারবে না।

হাদীস-৮.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ..... حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ..... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ .

ইমাম বুখারী রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম স. বলেন– আল্লাহ তা'য়ালা রেহেমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন, হে প্রভু! এটি 'ফোঁটা'। হে প্রভু! এটি 'আলাক'। হে প্রভু! এটি 'মুদগাহ'। আল্লাহ তা'য়ালা যখন তাঁর সৃষ্টি পরিপূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলেন– হে প্রভু! এটি নর হবে, না নারী? এটি দুখী হবে, না সুখী হবে? তার জীবিকা কী পরিমাণ হবে? তার আয়ুষ্কাল কী হবে? তখন (আল্লাহ তা'য়ালা যা নির্দেশ দেন) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ঐ রূপই লিপিবদ্ধ করা হয়।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১২।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৮.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ..... حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ..... عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ

إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى)

ইমাম বুখারী রহ. আলী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি বিশ্‌র ইবন খালিদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আলী রা. থেকে বর্ণিত, একদা আমরা নবী স.-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটি লাঠি যা দিয়ে তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন। তিনি তখন বললেন– তোমাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লোকদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি বলল– হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তা হলে (এর ওপর) নির্ভর করব না? তিনি বললেন– না, বরং আমল করো। কেননা, প্রচেষ্টাকৃত কাজে সফল হওয়া সকলের জন্য সহজ করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন–

فَأَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى . فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى . وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى . فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى .

(সুরা আল লাইল/৯২ : ৫-১০)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস দুটিসহ এ ধরনের সব হাদীসে বলা হয়েছে– আল্লাহর কাছে থাকা কিতাবে (উম্মুল কিতাব) একটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বড়ো, ছোটো, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র যত অনুঘটক আছে তার সবগুলো বিবেচনায় এনে যতগুলো (কোটি, কোটি) পরিণতি বা ফল হওয়া সম্ভব তার সবগুলো লেখা আছে। তাই বিষয়টি যেভাবেই ঘটুক ঐ লেখার বাইরের কোনো পরিণতি বা ফল ঘটবে না।

হাদীস দুটির প্রকৃত ব্যাখ্যা করার জন্যে যে বিষয়গুলো জানতে হবে–

১. আল্লাহর কাছে থাকা প্রতিটি মানুষের শনাক্তকারী নাম (DNA CODE)।
২. প্রত্যেকে মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া (Hereditary) বিষয়ের বিভিন্ন দিক।
৩. মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিভিন্ন দিক।
৪. একটি কাজের ফলাফল বা পরিণতির সাথে জড়িত থাকা বড়ো, ছোটো, ক্ষুদ্র (Microscopic) অনুঘটক (Factor)-সমূহ।
৫. বিজগণিতের Permutation combination।

◆ হাদীস দুটির সঠিক ব্যাখ্যা, মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয়।

৫. বিজ্ঞান– মানুষকে আল্লাহর মুখলিস বান্দা হওয়া সম্ভব করে

Common sense

আরবী অভিধান অনুযায়ী ইখলাস শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে একটি হলো স্থিরচিত্ততা। তাই মুখলিস হলো সেই স্থিরচিত্ত ব্যক্তি যাকে কোনো ধরনের ধোঁকাবাজী বা প্রতারণা বিপথে নিতে পারে না। আর তাই আল্লাহর স্থিরচিত্ত (মুখলিস) বান্দা হবে সে ব্যক্তি যাকে ইবলিস বা অন্য কোনো প্রতারক কোনভাবেই বিপথে তথা ইসলাম বিরোধী পথে নিতে পারবে না। শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানা থাকা ব্যক্তিগণ এ পর্যায়ে উঠতে পারে। কারণ, যার একটি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানা আছে তাকে কেউ শত চেষ্টা করেও বিপথে নিতে পারবে না।

তাই আল্লাহর স্থিরচিত্ত (মুখলিস) বান্দা হওয়ার শর্ত হলো–

১. আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশসমূহ জানা থাকা।
২. আদেশ, নিষেধ, উপদেশগুলোর বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানা থাকা।
৩. আদেশ, নিষেধ, উপদেশসমূহ পালনের পর সেগুলোর বৈজ্ঞানিক কল্যাণ উপভোগ করে আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করা।

এ ধরনের মানুষদের ইবলিস শয়তান বা অন্য কেউ ধোঁকা দিয়ে বা প্রতারণা করে বিপথে নিতে পারে না বলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'বিজ্ঞান মানুষকে আল্লাহর স্থিরচিত্ত (মুখলিস) বান্দা হওয়া সম্ভব করে' তথ্যটি সঠিক।

আল কুরআন

তথ্য-১

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ.

অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকর আদায়কারী (কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী) হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭)

ব্যাখ্যা : রুহের জগতে আদম আ.-কে সিজদা (সম্মান) না করার কারণে আল্লাহ ইবলিসকে অভিশপ্ত ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণার পর ইবলিস এ কথাটি বলে।

ইবলিসের বক্তব্য হলো– সে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানব জাতীকে জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করবে যে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের প্রকৃত শোকর আদায়কারী হতে পারবে না।

বর্তমানে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের শোকর আদায় করার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর মানুষ তিনভাগে বিভক্ত–

১. শোকর না আদায় করা মানুষ।
২. কল্যাণ না জেনে আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ পালন করে শোকর আদায় করা মানুষ।
৩. আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের সাধারণ বা সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানা এবং পালনের পর সে কল্যাণ উপভোগ করে শোকর আদায় করা মানুষ।

আল্লাহ চান ৩ নং বিভাগের মানুষ। আর ইবলিস চায় ১ ও ২ নং বিভাগের মানুষ। আর ইবলিসের ১ ও ২ নং বিভাগের মানুষদের চাওয়ার কারণ হলো– ৩ নং বিভাগের মানুষদের ধোঁকা দিয়ে বিপথে নেওয়া কঠিন। বাস্তবে বর্তমান পৃথিবীতে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে ৩ নং বিভাগের মানুষ খুব কম।

তথ্য-২

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

সে বলল, হে আমার রব! আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন তাই আমিও অবশ্যই পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব। তবে তাদের মধ্যকার আপনার 'মুখলিস' বান্দাদের ছাড়া। (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৯, ৪০)

ব্যাখ্যা : আরবী অভিধান (Al-Mawrid) অনুযায়ী মুখলিস শব্দের একটি অর্থ হলো– স্থিরচিত্ত (Constency)। তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেও ইবলিস আল্লাহর স্থিরচিত্ত (মুখলিস)

বান্দাদের বিপথে নিতে পারবে না। এ কথা থেকে বোঝা যায়– আল্লাহর স্থিরচিত্ত (মুখলিস) বান্দা হবে তারা যারা আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানবে এবং পালন করার পর সে কল্যাণ উপভোগ করে শোকর আদায় করবে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'বিজ্ঞান মানুষকে আল্লাহর স্থিরচিত্ত (মুখলিস) বান্দা হওয়া সম্ভব করে' তথ্যটি সঠিক।

৬. 'বিজ্ঞান– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

আমরা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর ভিত্তিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করব।

Common sense

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে কুরআনের জ্ঞানার্জন ও তাতে বিশ্বাস রেখে, জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়-প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটিতে।

আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বুনিয়াদি কাজ হলো– জীবন ব্যবস্থা নামক বিষয়টির প্রতিটি অঙ্গনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য ও তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি' (গবেষণা সিরিজ-২) নামক বইটিতে।

একটি সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি কোনো জীবন-ব্যবস্থার সক্রিয় বিরোধী থাকে তবে ঐ জীবন-ব্যবস্থা সে সমাজের সকল অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে সকল বা অধিকাংশ জনগণের মন-মানসিকতাকে ইসলাম গ্রহণ ও পালন করা এবং তার ওপর স্থিরচিত্তে দাঁড়িয়ে থাকার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

বাহুবলে তথা শক্তি প্রয়োগ করে এটি করা সম্ভব নয়। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য এমন সব পদক্ষেপ নিতে হবে যেন সকল বা অধিকাংশ জনগণ–

১. বুঝে-শুনে ও মন থেকে তৌহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ, শক্তি, ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ইত্যাদি বিশ্বাস করে ঈমান আনতে পারে।
২. কুরআন নির্ভুল তথা আল্লাহর কিতাব হওয়াকে সন্দেহতীতভাবে মেনে নিতে পারে।
৩. কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের কল্যাণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে বুঝতে পারে।
৪. মনের প্রশান্তি নিয়ে ইসলাম পালন করতে পারে।
৫. চলমান যুগের তথ্য-প্রযুক্তির (ICT) সকল মাধ্যম ব্যবহার করে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে।

এ সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে গঠিত হওয়া প্রতিটি মানুষ–
১. জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি অঙ্গনে প্রকাশ্য ও গোপনে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলবে।
২. কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের কল্যাণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে জেনে ও পালন করার পর উপভোগ করে আল্লাহর স্থিরচিত্ত (মুখলিস) বান্দা হয়ে শোকর আদায়কারী হতে পারবে।
৩. ধোঁকা বা তথ্যসন্ত্রাস করে কেউ তাদেরকে বিপথে নিতে পারবে না।

Common sense অনুযায়ী, অতি সহজে বলা যায়– বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া মানব সমাজে ওপরের অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'বিজ্ঞান– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব করে' তথ্যটি সঠিক।

আল কুরআন

তথ্য-১

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ....

দ্বীনে (ইসলাম গ্রহণ ও শিক্ষাদানে) জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্যই সত্যকে (সঠিক/নির্ভুল) স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যা (ভুল) থেকে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৫৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'দ্বীনে জোর-জবরদস্তি নেই' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষকে–

১. ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না।
২. ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না।

এর কারণ হলো– ঈমান তথা বিশ্বাস মানুষের মনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর ঈমানের প্রমাণ বা দাবি হলো যথাযথ আমল। অন্যদিকে ঈমান আনা ব্যক্তি প্রকাশ্য ও গোপনে ঈমানের দাবিকৃত আমল শুধু তখনই করবে যখন সে মন থেকে ঈমান আনবে। তাই জোর-জবরদস্তি করে তথা শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করলে ঈমানের দাবি কখনও পূর্ণ হবে না। অর্থাৎ মানুষ জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি অঙ্গনে প্রকাশ্য ও গোপনে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলবে না।

'অবশ্যই সত্যকে (নির্ভুল) স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যা (ভুল) থেকে' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– ইসলামের প্রকৃত শক্তি হলো এর জীবন সম্পর্কিত সত্য/নির্ভুল জ্ঞান, যা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাই আয়াতের প্রথম ও শেষ অংশ মেলালে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো–

১. ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না।
২. ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও জোর-জবরদস্তি করা যাবে না।
৩. কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভুলতা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা প্রমাণিত তথ্যের সাহায্যে আকৃষ্ট করে মানুষকে ইসলামের ছায়া তলে আনতে হবে।

তথ্য-২

..... اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

... ... তবে কি তুমি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে তারা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত!

(সুরা ইউনুস/১০ : ৯৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে রসুল স.-কে সামনে রেখে **১**নং তথ্যের অনুরূপ কাজ করতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

আগের অসংখ্য আয়াত থেকে আমরা জেনেছি কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য মানব শারীরবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী তাহলে এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'বিজ্ঞান– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব করে' তথ্যটি সঠিক।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

আগে অনেক হাদীস থেকে আমরা জেনেছি কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং বোঝানোর জন্য মানব শারীরবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. 'বিজ্ঞান মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া দেশকে টিকে থাকা সম্ভব করে' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তয়নের বুনিয়াদি শর্ত হলো– জীবন ব্যবস্থা নামক বিষয়টির প্রতিটি অঙ্গনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কিছু মৌলিক বিষয় হলো–

১. সকল মু'মিন নর-নারীকে পুরো কুরআনের সাধারণ জ্ঞান, সনদ মতন সহীহ হাদীস, মানব শারীরবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে শেখানো।
   বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ' (গবেষণা সিরিজ-৪) এবং 'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ– শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?' (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামক বই দুটিতে।

২. সালাত কায়েম করা তথা সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।
   বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' (গবেষণা সিরিজ-৩) নামক বইটিতে।

৩. যাকাত আদায় করা তথা বঞ্চিতদের কল্যাণ ও সুষম বণ্টনভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা।

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৭ ও আরও অনেক আয়াত)

৪. ফসলের যাকাত (ওশর) বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে সমাজের বঞ্চিতদের কল্যাণে ব্যয় করা।

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৭, নিসা/৪ : ৩৬, তওবা/৯ : ৬)

৫. সিয়াম পালন সহজতর করা এবং সিয়ামের শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা ও করার ব্যবস্থা করা।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৩-১৮৫)

৬. হাজ্জ পালন সহজতর করা এবং হাজ্জের শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা ও করার ব্যবস্থা করা।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ৯৭)

৭. অবৈধ যৌনাচার চলতে থাকলে AIDS বা অন্য কোনো রোগে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই অবৈধ যৌনাচার বন্ধের জন্য, অবৈধ যৌনাচারকারী নারী-পুরুষকে প্রকাশ্যে অপমানকর শাস্তি প্রদান করা।

(সুরা নূর/২৪ : ২)

৮. কোটি কোটি মানুষকে অবৈধ হত্যা থেকে বাঁচানোর জন্য অবৈধ হত্যাকারীকে দ্রুত বিচার করে জনসমক্ষে হত্যা করা। এটাকে কুরআনে কেসাস বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, কেসাসের বিধান হলো মানুষের জীবন।

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৯)

৯. ধনীরা চুরি করলে তাদের হাত কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। পেটের দায়ে কেউ চুরি করলে তাকে কোনো শাস্তি না দিয়ে বরং চুরির কারণটা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা।

(সুরা মায়েদাহ/৫ : ৩৮)

১০. সুদী অর্থ ব্যবস্থা উৎখাত করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এ জন্য দরকার হলে যুদ্ধ ঘোষণা করা। কারণ, সুদ হচ্ছে সমাজের বিত্তবানদের মাধ্যমে বিত্তহীনদের শোষণের অন্যতম হাতিয়ার।

(সুরা বাকারা/২ : ২৭৯)

১১. সব ধরনের অশ্লীল কাজ প্রতিরোধ করা।

(সুরা নাহল/১৬ : ৯০)

১২. ঘুষ, দুর্নীতি, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি কাজকে প্রতিরোধ করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(সুরা নাহল/১৬ : ৯০)

১৩. সমাজ থেকে সব ধরনের জুলুম ও অত্যাচারকে উৎখাত করা এবং এর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(সুরা নিসা/৪ : ৭৫)

১৪. মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা করা।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯১)

১৫. বিচার বিভাগকে সত্যিকারভাবে প্রশাসন বিভাগ থেকে স্বাধীন করা।

(কুরআনের অনেক স্থান)

ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, আল কুরআনে হুবহু সেভাবে বর্ণনা করা নেই। কুরআনের মৌলিক নির্দেশের সঙ্গে হাদীসের ব্যাখ্যা এবং রসুল স. ও পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামগণ যেভাবে সেটা বাস্তবে রূপদান করেছেন তা মেলালে যা দাঁড়ায়, বিষয়গুলো সেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চলুন এখন পর্যালোচনা করা যাক শুধু ওপরের ১৫টি বিষয় বাস্তবায়িত হওয়া সমাজ টিকে থাকা বিজ্ঞান ছাড়া সম্ভব কি না।

Common sense

Common sense অনুযায়ী সহজেই বলা যায়– ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর দু'চারটির বাস্তবায়ন করা ও টিকিয়ে রাখা পৃথিবীর যে কোনো স্থানে সম্ভব। কিন্তু উল্লিখিত সবগুলো বিষয় সমাজ বা দেশে বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়িত সমাজ টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতিরোধ আসবে। আর সে প্রতিরোধ আসবে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত গোষ্ঠীগুলোর (কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী) কাছ থেকে। আর এক একটি গোষ্ঠীর যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তাদের কাছ থেকে সে পরিমাণের প্রতিরোধ আসবে। ঐ প্রতিরোধ আসবে নিম্নের সকল গোষ্ঠী বা শক্তির কাছ থেকে (দু'একটি থেকে নয়)।

শক্তিসমূহ হলো–

১. প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধর্মীয় শক্তি

যে সমাজে সঠিক প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে ভ্রান্ত ইসলামী শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি অঙ্গনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে ও টিকে থাকলে ভ্রান্ত ইসলামী শক্তিগুলোর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে। তাই তারা সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধে নামবে। এই শক্তির একটা বিশেষ ক্ষতিকর দিক হলো– তারা ইসলামের নামেই কথা বলে তাই সাধারণ মানুষ তাদের কথা সহজে গ্রহণ করে। আর চিরসত্য একটা

কথা হলো, যে ভুল জানে তাকে সঠিক কথা গ্রহণ করানো, যে একেবারেই জানে না তারচেয়ে অনেক কঠিন।

২. অনৈসলামিক রাজনৈতিক শক্তি

ইসলাম বিজয়ী হলে সমাজ, দেশ বা পৃথিবীর অনৈসলামী রাজনৈতিক শক্তি বিলোপ হবে। তাই এ শক্তির কাছ থেকে ব্যাপক প্রতিরোধ আসে।

৩. অনৈসলামিক অর্থনৈতিক শক্তি

অনৈসলামিক পদ্ধতিতে ব্যাবসা-বাণিজ্য করে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলাম বিজয়ী হলে তাদেরও স্বার্থেরও যথেষ্ট ক্ষতি হবে। তাই তারাও প্রতিরোধে নেমে পড়বে।

৪. অনৈসলামিক সাংস্কৃতিক শক্তি

ইসলাম বিজয়ী হলে অনৈসলামিক সাংস্কৃতিক চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এ শক্তির কাছ থেকেও যথেষ্ট প্রতিরোধ আসে বা আসবে।

এ পর্যায়ে এসে তাই সহজে বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া দেশকে টিকিয়ে রাখতে হলে সামরিক শক্তির দিক থেকে ব্যাপক শক্তিশালী হতে হবে।

সভ্যতার বর্তমান স্তরে এসে সহজে বলা যায়, একটি জীবন ব্যবস্থাকে কোনো স্থান, দেশ বা পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে যে সকল জিনিস অবশ্যই প্রয়োজন হবে তা হলো–

১. আধুনিক প্রচার শক্তি।
২. আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক জনশক্তি।
৩. যুগোপযোগী মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত শক্তি।
৪. রোগ নিরাময় করার শক্তি।
৫. অর্থনৈতিক শক্তি।

Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– যুগোপযোগী মানের প্রথম ৪টি শক্তি অর্জন করা বিজ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। আর আল্লাহ প্রদত্ত খনিজ সম্পদ (যা একদিন শেষ হয়ে যাবে) ছাড়া অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের প্রধান সহায়ক বিষয় যে বিজ্ঞান, এটিও সভ্যতার বর্তমান যুগে বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

বর্তমানে আমরা সবাই জানি যে– পরমাণু শক্তি হলো পরমাণু যুদ্ধের প্রতিরোধক। কারণ, পরমাণু বোমার আক্রমণে জান ও মালের ক্ষতির

ব্যাপকতা সবাই জানে। তাই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া দেশের কাছে যদি যুগোপযোগী বা তার চেয়ে উন্নত মানের বিপুল পরিমাণের সামরিক সরঞ্জামাদি ও জনশক্তি থাকে তবে অন্য কোনো দেশ তাকে আক্রমণ করার সাহস পাবে না।

তাই Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া দেশ হিসেবে টিকে থাকতে হলে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র/নীতিমালা অনুযায়ী তাহলে এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া দেশ টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম'।

আল কুরআন

আয়াত-১.১

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ .

তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ, উহাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থার সকল অঙ্গনে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সুরা আত তাওবা/৯ : ৩৩)

আয়াত-১.২

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ .

তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ, উহাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থার সকল অঙ্গনে। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সুরা আস ছফ/৬১ : ৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির শেষ অংশের বক্তব্য হলো– 'যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে'। মুশরিকরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। কাফির মুশরিক ও মু'মিন মুশরিক। যারা একটি জিনিস অপছন্দ করে তারা অবশ্যই চাইবে জিনিসটি না

থাকুক। তাই আয়াত দুটির শেষ অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– মুশরিকরা তথা প্রকৃত ইসলামের শত্রুরা চাইবে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হোক বা টিকে না থাকুক। তাই সে জন্য যা কিছু করা দরকার তার সবকিছু তারা করবে।

আয়াত-২

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ .

তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমরা (এমনিতেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ উদাহরণ (প্রতিরোধ) এখনও আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল অত্যাচার ও কষ্ট এবং তারা এমনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল যে স্বয়ং রসূল এবং তাঁর সাথে থাকা মু'মিনগণ বলে উঠেছিল– আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (তখন তাদের বলা হয়েছিল) জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

(সুরা আল-বাকারা/২ : ২১৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– মুহাম্মাদ স. ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন এসেছিল। আর তাঁরা যখন অত্যাচার-নির্যাতনে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন তখন আল্লাহ তাদের বলেছেন, তোমরা এতটুকু অত্যাচার-নির্যাতনে অধৈর্য হয়ে গেছ অথচ এখনও তোমাদের ওপর পূর্ববর্তীদের মতো কঠিন অত্যাচার-নির্যাতন উপস্থিত হয়নি।

তাই এ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– যথাযথ ইসলাম পালনকারী ব্যক্তি বা ইসলামী সমাজ যেন টিকে থাকতে না পারে সে ব্যাপারে শত্রুরা নানাদিক থেকে গভীর ষড়যন্ত্র ও ব্যাপক চেষ্টা করবে।

আয়াত-৩

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ .
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ
الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ
فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ . فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

رَّحِيمٌ . وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ .

আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর তাদের (তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া ব্যক্তিদেরকে) যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো এবং তাদের বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছিল। আর ফিতনা (অপপ্রচার বা ভুল তথ্যের প্রচার) হত্যার চেয়ে অনেক অধিক (ক্ষতিকর)। আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু তারা যদি সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা যুদ্ধ করো। অবিশ্বাসীদের প্রতিদান এমনই হয়। কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (অপপ্রচার, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি) নির্মূল হয়ে যায় এবং জীবন-ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিমদের ছাড়া আর কারো প্রতি শত্রুতা করা যাবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৯০-১৯৩)

ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াত চারটির মাধ্যমে ইসলামের যুদ্ধের নীতিমালা স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুরা বাকারা নাযিল হয় হিজরতের পর, রসূল স.-এর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে। আয়াত দুটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা–

'আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশের স্পষ্ট শিক্ষা হলো–

১. প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের অনুমতি ইসলামে আছে।

২. ঐ প্রতিশোধমূলক যুদ্ধেও সীমালংঘন করা যাবে না।

'আর তাদের যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো এবং তাদের বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছিল। আর ফিতনা (অপপ্রচার) হত্যার চেয়ে অনেক বেশি (ক্ষতিকর বিষয়)। আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু তারা যদি সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে

তোমরা যুদ্ধ করো। কাফিরদের প্রতিদান এমনই হয়'-এ অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশের স্পষ্ট শিক্ষা হলো–

১. যুদ্ধ যারা বাঁধিয়েছে (আরম্ভ করেছে) তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করতে হবে।

২. শত্রুরা মুসলিমদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়ে থাকলে শত্রুদেরকেও তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিতে হবে।

৩. অপপ্রচার অর্থাৎ মিথ্যা তথ্য প্রচার করা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কারণ, এটিতে অনেক নিরাপরাধ মানুষ হত্যার শিকার হয়।

৪. মসজিদুল হারামের আশেপাশে যুদ্ধ করা নিষেধ হলেও প্রতিশোধ যুদ্ধ করা যাবে।

'কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশের স্পষ্ট শিক্ষা হলো– যুদ্ধ শুরু করা ব্যক্তিরা যদি সত্যিকারভাবে যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হয় তা হলে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (অপপ্রচার, অত্যাচার ইত্যাদি) নির্মূল হয়ে যায় এবং জীবন-ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিমদের ছাড়া আর কারও প্রতি শত্রুতা করা যাবে না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশের স্পষ্ট শিক্ষা হলো–

১. যুদ্ধ শুরু করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সময়সীমা, শত্রুরা যুদ্ধ ক্ষান্ত দেওয়া পর্যন্ত নয়। প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে শত্রুকর্তৃক ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ না হওয়া এবং শক্তি/দাপট সম্পূর্ণ চূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত।

২. প্রতিশোধ যুদ্ধ যথাযথ সময়ে বন্ধ করার পর শত্রু সমাজের নিরপরাধ মানুষদের কোনো ক্ষতি করা যাবে না। তবে ঐ সমাজে অত্যাচারীদের বিচার করে শাস্তির আওতায় আনা যাবে।

আয়াত-৪

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ.

আর তোমরা (বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে) তাদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্বরোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ৬০)

ব্যাখ্যা : সুরা আনফাল নাযিল হয় দ্বিতীয় হিজরী সালে বদর যুদ্ধের পর। আয়াতটির বিভিন্ন অংশের শিক্ষা–

'আর তোমরা (মুসলিমগণ) তাদের (শত্রুদের) জন্য যথাসাধ্য (বস্তুগত) শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে' অংশের শিক্ষা : অশ্ববাহিনী বর্তমান যুগের সাঁজোয়া সেনাবাহিনীর সাথে তুলনীয়। তাই আল্লাহ এখানে মুসলিমদেরকে শত্রুদের জন্যে দুটি জিনিস প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন–

১. বস্তুগত সামরিক শক্তি।
২. সাঁজোয়া সেনাবাহিনী।

বস্তুগত শক্তির কথাটি মহান আল্লাহ অনির্দিষ্ট (Non-specific)-ভাবে বলেছেন। অর্থাৎ এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা যুদ্ধের জন্য যত ধরনের বস্তুগত শক্তি প্রয়োজন হয় তার সবগুলোর কথাই বলেছেন। যুগের চাহিদা অনুযায়ী শক্তির ধরন পাল্টে যাবে বলেই আল্লাহ কথাটি অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে এসে সহজেই বলা যায় এই বস্তুগত শক্তির মধ্যে থাকবে–

১. আধুনিক প্রচার শক্তি।
২. আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক জনশক্তি।
৩. যুগোপযোগী মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত শক্তি (রাইফেল, কামান, মিসাইল, ট্যাংক, যুদ্ধ বিমান, সাবমেরিন, সাধারণ বোমা, আণবিক বোমা ইত্যাদি)।
৪. রোগ নিরাময় করার শক্তি।
৫. অর্থনৈতিক শক্তি।

'এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন' অংশের শিক্ষা : আয়াতে কারীমার এ অংশে মহান আল্লাহ শত্রুদের জন্য মুসলিমদেরকে কী মান এবং পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত

করে রাখতে হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন– মুসলিমদের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তির মান ও পরিমাণে হতে হবে এমন যে সেটির খবর জেনে তাদের জানা-অজানা শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়।

শত্রুরা প্রতিপক্ষের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তির মান ও পরিমাণ নিজের শক্তির তুলনায় কম দেখলে অবশ্যই ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। তাই সহজে বলা যায়, আল্লাহ এখানে মুসলিমদেরকে বলেছেন– নিজেদের জানা-অজানা শত্রুদের জন্য যুগের মানের চেয়ে এমন উন্নত মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে রাখতে হবে যেন সেটির খবর জেনে শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– আয়াতটিতে আল্লাহ উন্নত মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে শত্রুদের আক্রমণ করতে বলেননি। আতঙ্কিত/ভীত-সন্ত্রস্ত করতে বলেছেন। তাই আয়াতটির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– মুসলিমদের উন্নত সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তির ব্যবহার হবে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের জন্য। আক্রমণাত্মক যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য নয়।

আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা

আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. ইসলামী সমাজ বা দেশ প্রতিষ্ঠিত হলে শত্রুরা তা মিটিয়ে দিতে চাইবে।

২. প্রতিরক্ষা, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধমূলক যুদ্ধে জয়ী হওয়া বা শত্রুদের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ বাঁধানো থেকে দূরে রাখার জন্য মুসলিমদের শত্রুদের তুলনায় অধিক উন্নত মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে রাখতে বলা হয়েছে।

৩. প্রতিরক্ষা, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ করার অনুমতি ইসলামে আছে।

প্রতিরক্ষা, প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক যুদ্ধে জয়ী হওয়া বা শত্রুদের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ বাঁধানো থেকে দূরে রাখার জন্য মুসলিমদেরকে যে মান ও পরিমাণের সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে রাখতে বলা হয়েছে তা বিজ্ঞান ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই কুরআনের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ইসলামী সমাজ বা দেশ তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া সমাজ বা দেশকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র/নীতিমালা অনুযায়ী তাহলে এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া দেশ টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম'।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ... ... ... عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

ইমাম মুসলিম রহ. ওকবা ইবনে আমের রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হারুন বিন মা'রুফ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ওকবা ইবনে আমের রা. বলেন, আমি রসূল স.-কে মসজিদে নববীর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে সুরা আনফাল-এর ৬০ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর বলতে শুনেছি– জেনে রাখো প্রকৃত শক্তি হলো নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হলো নিক্ষেপ করা!

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৫৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সুরা আনফাল নাযিল হয় দ্বিতীয় হিজরী সালে বদর যুদ্ধের পর। তাই বোঝা যায় হাদীসটি রসূল স. বলেছেন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও একটি প্রতিরোধ যুদ্ধ মোকাবেলা করার পর। ঐ যুদ্ধে পরিমাণে কম হলেও মুসলিমদের কাছে সে যুগের মান অনুযায়ী সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি ছিল।

আয়াতটির উদ্ধৃতি দেওয়ার পর রসূল স. যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন। গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন। রসূল স.-এর যুগের সবচেয়ে উন্নত মানের যুদ্ধাস্ত্র ছিল তীর (ক্ষেপণাস্ত্র/মিসাইল)। তাই সুরা আনফালের ৬০ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়ার পর হাদীসটি বলা থেকে বুঝা যায়–

১. রসূল স. শত্রুদের মোকাবেলার জন্য যুগের মান অনুযায়ী যথাসাধ্য পরিমাণের সামরিক বস্তুগত শক্তি প্রস্তুত রাখতে বলেছেন।

২. ঐ শক্তি আক্রমণাত্মক নয়, প্রতিরোধ/প্রতিশোধ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন।

৩. শত্রুরা ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র মিটিয়ে দিতে চাইবে। তাই তাদের মোকাবেলা করে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য রসূল স. এ হাদীসটি বলেছেন।

যুগোপযোগী সামরিক বস্তুগত ও জনশক্তি প্রস্তুত করে রাখার একমাত্র উপায় হলো বিজ্ঞান গবেষণা। তাই হাদীসটি অনুযায়ী– ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابن ماجه ..... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ..... عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. ওকবা ইবনে আমের আল জুহানী রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবু বকর বিন আবী শাইবা থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' *গ্রন্থে লিখেছেন–* ওকবা ইবনে আমের আল জুহানী রা. বলেন, তিনি রসুল স.-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা এক তীরের কারণে তিন ধরনের লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তীরের প্রস্তুতকারী যে সাওয়াবের নিয়াতে তা তৈরি করে, তীর নিক্ষেপণকারী এবং তীর প্রদানকারী। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজী ও সাওয়ারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। অবশ্য তোমাদের তীরন্দাজী প্রশিক্ষণ আমার কাছে সাওয়ারী প্রশিক্ষণ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। মানুষের সকল প্রকার খেল-তামাশা বাতিল ও অন্যায়। ব্যতিক্রম হলো– ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা, ঘোড়াকে যুদ্ধের শিষ্টাচার প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৮১১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : তীর হলো ক্ষেপণাস্ত্র। তাই হাদীসটির মাধ্যমে প্রথমে জানানো হয়েছে– যারা সাওয়াবের আশায় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার জন্য গবেষণা করবে,

ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার প্রশিক্ষণ নেবে ও নিক্ষেপ করবে এবং ক্ষেপণাস্ত্র যোগান দেবে তারা জান্নাত পাবে। তীর ছিল রসূল স.-এর যুগের সবচেয়ে উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র।

তাই হাদীসটির এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– উন্নত মানের যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্য গবেষণা করা, তা ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ নেওয়া ও প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য তা ব্যবহার করা এবং যুদ্ধাস্ত্র যোগান দেওয়া ইসলামী জীবন ব্যাবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে যুদ্ধাস্ত্রের ভেতর ক্ষেপণাস্ত্র সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসটির পরের অংশে রসূল স. বলেছেন– তীরন্দাজী প্রশিক্ষণ তাঁর কাছে সাওয়ারী প্রশিক্ষণ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– বাহনে করে অস্ত্র দূরে নিয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেয়ে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা যুদ্ধ জয়ের জন্য বেশি কার্যকর। কারণ, বাহন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি এবং সময়ও বেশি লাগে।

যুগোপযোগী সামরিক শক্তি এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার একমাত্র উপায় হলো বিজ্ঞান গবেষণা। তাই এ হাদীসটি অনুযায়ীও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া সমাজ বা দেশ টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

পৃথিবীতে বিজ্ঞানে আবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য মুসলিমদের যা করতে হবে

মুসলিমদের পৃথিবীতে বিজ্ঞানে আবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য দুটি স্তরে কাজ করতে হবে–

প্রথম স্তরের কাজ

বিজ্ঞানে আবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য বর্তমান যুগের মুসলিমদের প্রথম স্তরের কাজ হবে– প্রচলিত যে সকল তথ্য কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে সেগুলোকে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্রের আলোকে যাচাই করে উৎখাত করতে হবে।

কুরআন অপরিবর্তিত থাকা এবং কুরআনের সরল অর্থ বুঝার মতো বহু মানুষ পৃথিবীতে থাকার পর কীভাবে সরাসরি কুরআন ও Common sense বিরোধী ঐ কথাগুলো মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হতে ও থাকতে পারল এটি এক মহাবিস্ময়।

এ স্তরে চালু থাকা কথাগুলো হলো–

ক. কুরআনের জ্ঞানার্জনের নীতিমালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিকে সরিয়ে দেওয়া : যেকোনো গ্রন্থ থেকে সঠিক জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞান প্রয়োগ করে কল্যাণ পেতে হলে গ্রন্থটির জ্ঞানার্জনের নীতিমালা অবশ্যই জানতে হবে। নীতিমালা জানা না থাকলে গ্রন্থটির অনেক তথ্য জানা থাকার পরও ব্যক্তি সে তথ্যসমূহকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে না। উদাহরণ হিসেবে শৈল্য চিকিৎসার কথা বলা যায়। একজন শৈল্য চিকিৎসকের যদি শৈল্য চিকিৎসার অনেক তথ্য জানা থাকে কিন্তু শৈল্য চিকিৎসার নীতিমালা জানা না থাকে তবে ঐ শৈল্য চিকিৎসক যত অপারেশন করবেন তা শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তাই একজন ব্যক্তির যদি কুরআনের অনেক তথ্য জানা থাকে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জনের নীতিমালা না জানা থাকে তবে তিনি আরবী ভাষার যত বড়ো পণ্ডিতই হোন না কেন কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন করতে শতভাগ ব্যর্থ হবেন।

অত্যন্ত দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয় হলো– বর্তমান বিশ্বে কুরআন শেখানোর যত কোর্স আছে তার কোথাও কুরআনের জ্ঞানার্জনের প্রকৃত নীতিমালা শেখানো হয় না। কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জনের নীতিমালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিটির সরাসরি বিপরীত কথা সব কোর্সে শেখানো হয়। এমনকি সে বিষয় পিএইচডি ডিগ্রিও দেওয়া হয়।

এ বিষয়টি হলো 'নাসিখ মানসুখ' তথা কুরআনের আয়াত রহিতকরণ। এ বিষয়টির মাধ্যমে সকলকে শিখিয়ে দেওয়া হয় কুরআনে বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী আয়াত আছে এবং কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর করতে হলে 'নাসিখ মানসুখ' সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু কথাটি শতভাগ ভুল। কুরআনে কোনো বিপরীতধর্মী তথ্য নেই। এটি কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর আলোকে শতভাগ নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে। বিষয়টিতে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?** (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামক বইটিতে।

খ. কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ামূলক কথা

১. কুরআনের জ্ঞান না থাকা সকলের জন্য সবচেয়ে বড়ো গুনাহ তথ্যটি মুসলিমদের দৃষ্টির অগোচরে নিয়ে যাওয়া।
২. 'কুরআনের জ্ঞানার্জন করা নফল ইবাদাতের ভেতর সবচেয়ে বড়ো ইবাদাত' কথাটি চালু করে দেওয়া।

গ. কুরআনের জ্ঞানার্জনে নিরুৎসাহিত হওয়ামূলক কথা

১. কুরআন বুঝা কঠিন।
২. জ্ঞানার্জনের চেয়ে আমলের গুরুত্ব বেশি।
৩. জানার পর না মানা, না জানার কারণে না মানার চেয়ে বড়ো গুনাহ।

বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) এবং **'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা'?** (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামক বই দুটিতে।

ঘ. কুরআন পড়ার সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়ামূলক কথা

ওজু ছাড়া কুরআন ধরা (স্পর্শ করা) যাবে না কথাটি চালু করে দিয়ে এ কাজটি করা হয়েছে। একজন মানুষের জাগ্রত জীবনের বেশির ভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই এ কথাটি মুসলিমদের কুরআন পাঠের সময়

ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। আর এর ফল স্বরূপ কুরআনের জ্ঞানী লোকও কম তৈরি হচ্ছে। কথাটি চালু না থাকলে প্রত্যেক মানুষ পকেটে, ব্রিফকেসে, ভ্যানিটি ব্যাগে কুরআন রাখতে পারত এবং ঘরে, পথে, অফিসে, মসজিদে যেখানেই সময় পেত কুরআন পড়ার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানী হতে পারত।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে– **'কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৯) নামক বইটিতে।

ঙ. অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়াকে উৎসাহ দেওয়ামূলক কথা

একটি গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করতে হলে সেটি অবশ্যই অর্থসহ বা বুঝে পড়তে হবে। তাই কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হলেও কুরআনকে বুঝে পড়তে হবে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলিম অর্থছাড়া কুরআন পড়ছে। ফলে তারা কুরআন পড়েও কুরআনের জ্ঞানী হতে পারছে না। যে কথাটি মুসলিমদের এ কাজে উৎসাহিত করছে তা হলো– 'অর্থছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী'।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে– **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব?'** (গবেষণা সিরিজ-৭) নামক বইটিতে।

দ্বিতীয় স্তরের কাজ

কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানী হলে মুসলিমরা জানতে পারবে কুরআন বিজ্ঞানকে কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছে এবং কেন তা দিয়েছে। এরপর বিজ্ঞানে আবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রতিটি মুসলিমকে যা করতে হবে তা হলো-

১. শিক্ষা ব্যবস্থায় মানব শারীরবিজ্ঞান (Human Biology) ও সাধারণ বিজ্ঞান সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২. নিজে বিজ্ঞান গবেষণা করতে হবে বা অন্যকে বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহিত করতে হবে এবং বিজ্ঞান গবেষণায় সব ধরনের সহযোগিতা করতে হবে।

শেষ কথা

বইটি পড়ে একজন পাঠক জানতে পারবে ইসলাম বিজ্ঞানকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে, কেন দিয়েছে এবং কেন এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি বিজ্ঞানে অবিশ্বাস্য রকমভাবে পিছিয়ে পড়েছে। এছাড়াও মুসলিমদের বিজ্ঞানে পুনরায় শ্রেষ্ঠ হতে হলে কী কী করতে হবে, সে বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হলেও একটি পরিষ্কার ধারণা পাঠক লাভ করবেন বলে আমি আশা করি।

মানুষ হিসেবে আমার ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। তাই প্রত্যেক পাঠকের ঈমানী দায়িত্ব হবে ভুল ধরা পড়লে আমাকে জানানো। আর আমার ঈমানী দায়িত্ব হবে সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে সে ভুল শুধরিয়ে সঠিক তথ্যটি উল্লেখ করা। আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য প্রচেষ্টা কবুল করেন, আপনাদের কাছে এ দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. মৌলিক শতবার্তা (যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ি-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮